Name of the study area: Urban
Data Type: IDI with Unqualified seller/prescriber
Length of the interview/discussion: 75: 49 min.
ID: IDI_AMR302_SLM_PQ_Ani_U_21 Nov 17

Demographic Information:

| Gender | Age | Education | Seller/prescriber | Category | Year of service | Ethnicity | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 49 | Degree pass | Qualified | Animal | 29 years | Bangali | |

প্রশ্নকর্তা:আমি কলেরা হাসপাতাল থেকে আসছি ।এখানে আমরা এই ওষুধের ব্যবহার, এন্টিবায়টিকের ব্যবহার নিয়ে একটা গবেষনার কাজ করতেসি। এর অংশ হিসেবে আপনার সাথে কথা বলা ।কেমন আছেন?

উত্তরদাতা:জ্বী ।ভাল আছি ।ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা তাহলে আমি একটু জানতে চাইব আপনার দোকানে এই আপনি কি কি কাজ করেন মেইনলি?সকাল থেকে রাত পযর্ন্ত যতক্ষন খোলা থাকে আর কি ।কি কি কাজ হয় এখানে ?

উত্তরদাতা: মেইনলি আমরা তো এখানে দোকানে আমাদের মালামাল আছে ।বিভিন্ন কোম্পানিরা আমরা অর্ডার দিই ।তারপর ওই মালগুলা তারা আমাদের সাপ্লাই দিয়া যাই ।এইগুলো আমরা ঠিকমত আমাদের এরিয়াতে সংরক্ষন করি ।সংরক্ষন করে কাস্টমার আসে বা বিভিন্ন ডাক্তারের থেকে প্রেসক্রিপসন পাঠায় । ডাক্তাররা কাস্টমার আসলে প্রেসক্রিপসন অনুসারে আমরা ওষুধগুলা তাদেরকে বা ডাক্তারের সাথে অনেক সময় কথা বলা লাগে । অনেকগুলা ওষুধ যদি বুঝা না যায় । ডাক্তারদের মোবাইল নাম্বার থাকে প্রেসক্রিপসনে। যাতে ডাক্তাররা কিছু প্রেসক্রিপসন লিখে যে অনেকগুলো ওষুধ বুঝা যায় না।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা

উত্তরদাতা:যা একটা কোম্পানির ওষুধ লিখল দেখা যায় যে এই ওষুধটা নাই । তো লেটার অপসিট পনেরশ টেহাদেয়া যায় । ওটা সম্পর্কে ওনার সাথে তথ্য নেয়া আর কি ।

প্রশ্নকর্তা:তত ত্ত । যোগাযোগ আর কি ।

উত্তরদাতা:যোগাযোগ।

প্রশ্নকর্তা:যোগাযোগ করে। তারপরে?

উত্তরদাতা:ডাক্তারকে আবার জিজ্ঞেস করা হয় যে এটার পরিবর্তে কোনটা দেয়া যায় এই মুহূর্তে তো ওইরা বলে দেয় যে ঠিক আছে এই কোম্পানি নাই । হয়তো নাই। স্কয়ার দিয়া দেন ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা ।

উত্তরদাতা:বা স্কয়ার নাই ,একমি কোম্পানিটা আছে ওইটা দিয়া দেন ।ওইভাবে আর কি ।আমরা ওষুধগুলো সেল দিয়া দিই ।

প্রশ্নকর্তা:সারাদিনে ওইগুলা মোটামুটি?

উত্তরদাতা: এই এইগুলাই মোটামোটি কাজ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।তো আপনার দোকানে কি কি ওষুধ আছে একটু বলবেন?

উত্তরদাতা:আমার দোকনে তো বিভিন্ন রকম ইনজেকসন আইটেম ।আমাদের এখন পিলটি বলেন,ডেইরি বলেন বা ফিশারিজ বলেন ।এগুলার ওষুধিই আমরা বিক্রি করি ।তিনোটাই আছে।

প্রশ্নকর্তা:হু হু।

উত্তরদাতা:যদিও আমাদের এখন ড্রাগ থেকে অনুমতি দিসে যে ড্রাগে এখন পোলটি লাইফ স্টক বা হিউমেন এর ইয়া কোন বাধা নাই । মেডিসিন বলতে সবই। আমি সব্ই বিক্রি করতে পারব ।সব মেডিসিনিই ।কারন আমাদের লাইসেন্স এ এখন যে সরকার যে এখন ড্রাগ লাইসেন্সটা দিচ্ছে ,সবারই একি ।হ্িউমেন এর দোকানে যা ,আমাদের এনিমেল হেলথের দোকানেও একি লাইসেন্স ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।মানে এখানে কোন ইয়া নাই আর কি । আপনি ইচ্ছা করলে এখন হিউমেন এর ওষুধও বিক্রি করতে পারবেন?

উত্তরদাতা:হিউমেন এর ওষুধও বিক্রি করতে পারব। তারপর ও আমরা ওটা এখন এত ওষুধ বিক্রি করা বা এত ইয়া করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না।তো এই বিক্রি করি। আমাদের কাছে কিছু ভিটামিন জাতীয় আইটেম গুলা আছে ।কোম্পানিরা যে কোম্পানি যেগুলা ইয়া আছে ।আর কিছু এন্টিবায়টিক জাতীয় আছে।হ্যা। ওষুথগুলো দেয় আর কি।

প্রশ্নকর্তা:ভিটামিন জাতীয় আর কি?

উত্তরদাতা:ভিটামিন জাতীয় আছে।বিভিন্ন এন্টিবায়টিক জাতীয় ওষুধ যা আছে ইনজেকশন বা মুখে খাওয়ানোর জন্য । পানিতে দেওয়ার জন্য ।ওইরকমভাবে আছে।আবার কিছু আছে যে কৃমিনাশক ।আগে কৃমি মুক্ত করার জন্য ।আরকি। এই ওষুধগুলো আমরা বেশীরভাগ ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।তাহলে কি এখানে গরু ,পোল্ট্রি বা হাস মুরগী মানে সব ইয়া ?

উত্তরদাতা:পশুপাখি।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা ।পশুপাখির সব ইয়া আছে না ।

উত্তরদাতা:পাখি বলতে তো সবই মুরগী বা কবুতর বা বিভিন্ন জাতের যত আছে ,সব পাখি।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:আর পশু বইলা আর কি।কবুতর দেহা যায় গরু,ছাগল ,বিড়াল ।অনেকেই এখন বিড়াল পালতেসে ,কুকর পালতেসে।ওদের ওষুধ ।যেমন কুকুরের ও আমরা রেভিস ভ্যাক্সিন রাখতে হয়। কুকুরকে ইয়ে করা হয় ।আগে কুকুর কামড় দিলে যাতে ইয়া না হয়।বা কুকুরের চিকিৎসার জন্য। অনেকেই আছে প্রিউডিক হিসেবে এটা আগে ব্যবহার করে রাখে।বাসাতে কুকুর পালে।ওই কুকুরগুলা অনেকে যদি কামড় দেয় বা ইয়ে করে তাইলে ক্ষতি।এজন্য আগে থেকে অনেকেই উত্তরাতে বা বিভিন্ন ইয়াতে ।অভিজাত এলাকার ওরাই যা রেভিস ভ্যাক্সিন টা নিয়া যায় । এখন বিভিন্ন কোম্পানি কিন্তু বাহিরের থেকে রেভিস ভ্যাক্সিন টা আনতেসে। এই। আমাদের বাংলাদেশে ও এখন এটা তইরি হচ্ছে।ময়মনসিংহ এগ্রিকালচার ইউনিভাসিটিতে এটা হয়সে ।ওইডা ওইখানে পাওয়া যাচ্ছে। ওইখান থেকে দিচ্ছে কোম্পানি ।ওরা মার্কেটিং করতেসে ।রেভিস ভ্যাক্সিন ।এই ।করতেসে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। আপনার কত বছরের অভিজ্ঞতা?মানে এই লাইনে আর কি?

উত্তরদাতা:এই লাইনে আমি এইটটি এইট থেকে ব্র্যাকে নিরানব্বই সাল পযর্ন্ত চাকরি করসি ।বার বছর ব্র্যাকে। পোল্ট্রি ,ডেরি মৎস্যতে । আর তারপর দুইহাজার সালে এখানে ব্যবসা দিসি ।দুইহাজার সাল থেকে এই যে সতের সাল। এই।

প্রশ্নকর্তা:দুইহাজার সাল থেকে ইয়া সতের সাল হল আর কি এই ব্যবসাতে আছেন । কিন্তু আপনার এই ধরেন

উত্তরদাতা:আগে চাকরিও করসি।

প্রশ্নকর্তা:এই যে ভেটেনারি লাইনে

উত্তরদাতা:ভেটেনারি লাইনে।

প্রশ্নকর্তা:তার মানে তো অনেক বছর। প্রায় ত্রিশ বছরের উপরে হবে না?

উত্তরদাতা:ওইখানে বার বছর ।এখানে সতের বছর ।প্রায়তো উনত্রিশ বছর হয়ে গেসে।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা আচ্ছা। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা আপনার ।তো এই অভিজ্ঞতার আলোকে জানতে চাচ্ছি ,আপনার এন্টিবায়টিক কখনো দেওয়ার বা প্রেসক্রিপসন করার আপনার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি।

উত্তরদাতা:না অভিজ্ঞতা হইল আমরা ওই যে কোনটা বললামি তো যে কোনটা যদি নাও বুঝি ,না ও ইয়া করি ।হ্যা । এখন তো ।অনেক এন্টিবায়টিক বাইর হচ্ছে।অনেক এন্টিবায়টিক অনেক কোম্পানি এহন দেহা যায় ।অনেক রকম আন তেসে । বাহিরে থেকে বলেন বা দেশে ।দেশেতো অনেকগুলা হচ্ছে নতুন নতুন অনেক আসতেসে ।ট্রিটমেন্ট ।আগে যে ট্রিটমেন্ট গুলো ছিল ,আগে যে ছিল আগের ওষুধগুলা এখন তো দেখা যায় অনেক আপগ্রেড হচ্ছে। অনেক ইয়ে হয়ে যাচ্ছে।এই। এখন এগুলা মেইনলি যেকোন এন্টিবায়টিক ইউস করতে গেলে ডাক্তারদের সাথে শরনাপন্ন হওয়াটাই আমাদের।তবুও আমরা ডাক্তারের অনেক ডাক্তারের নাম্বার আছে আমাদের কাছে।অনেকেই আছে ।আগেই ওদেরকে রিং করি ।অনেক ডাক্তারে বলে যে এই ওষুধটা এভাবে ইয়া করেন।এভাবে ওনাদের থেকে পরামর্শ নিয়ে আমরা বেশীরভাগ ।এভাবে চেস্টা করি যে ইয়ে করার জন্য। দেওয়ার জন্য। এই।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা কিন্তু ধরেন এই যে মানে আপনার তো দীর্ঘ প্রায় উনত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা ।এই উনত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে .ধরেন আপনি ডাক্তার ছাড়াতো ,ডাক্তারের প্রেসক্রিপসন ছাড়া অন্যভাবে যখন দিচ্ছেন আর কি। সেই অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি।

উত্তরদাতা:দিচ্ছি । ওইসব তো নরমাল ট্রিটমেন্ট গুলা ।হয়ত একজন আইসা বলল আমার গরু পাতলা পায়খানা করতাসে; সাফোশ ।হ্যা। গরুর ডায়রিয়া হইসে ,পাতলা পায়খানা করতাসে ।আজকে ।তখন কবে থেকে পাতলা পায়খানা করতাসে বা কি? তখন আমরা জিজ্ঞেস করি যে আপনি কৃমির ওষুধ খাওয়ায়সেন কিনা?কতদিন আগে খাওয়ায়সেন ? কৃমির ডোসটা করসেন বা যদি বলে যে হয়তো পনের দিন বা একমাস আগে খাওয়ায়সি(০৬:০০) ।দুইমাস আগে খাওয়ায়সি । তাহলে চিন্তা করা যায় যে নিশ্চয় খানার সাথে তার কোন ইয়া হয়সে কি না বা খাবার কি খাওয়ায়সিল ।তখন এটাতে আমরা যায় । অতএব যদি দেখা যায় তিনমাস চারমাস হয়ে গেসে কৃনমি টাই খাওয়ায় নাই বা পাচ মাস হয়ে গেসে কৃনমি টাই খাওয়ায় নাই।তখন চিন্তা করে হয়ত পেডে অনেক কৃনমি টিমি হইসে ।যার জন্যে পাতলা পেগানডা হচ্ছে।তাইলে চিন্তা করি যে আগে না পাতলা পায়খানার ট্রিটমেন্ট করে ,পাতলা পায়খানা শেষ করে পরে তারে আমরা বুদ্ধি দেয় যে পাতলা পায়খানা শেষ হইলে ,তিনচারদিন পরে যেমনে আবার কৃমির ডোস কইরে দিয়েন তাইলে আর ভবিষ্যতে হবে না। আর যদি না সে রিসেন্টলি খাওয়ায়সে কিন্তু তারপরে ও পাতলা পায়খানা হচ্ছে; তাইলে মনে করতে হবে যে খাদ্যের সাথে কোন রকম কোন ইয়া হয়সে।তো কি খাওয়ায় সে ,কোনডা ফুড জাতীয় ,কোনডা বেশী খাইসে বা কি হইসে ,কোনডা বেশী খাওয়ায়সে কি না? এরকম হইলে তখন আমরা এই যে কোম্পানীদের আছে বিভিন্ন রকম ট্যাবলেট বা পাউডার আছে হ্যা। এই ট্যাবলেট গুলা পাউডারগুলা দেয় ।সাধারনত দেখা যায় দুইতিনদিন কোর্স করলে দেহা যায় আবার ঠিক হয়ে যাচ্ছে। অনেকসময় গরুর এটার থেকে পাতলা পায়খানা হইত ।অনেক সময় আবার গরুর দেহা যায় যে বা খাদ্য ফুডের থেকে পেটটা ফাপা হয়ে যাচ্ছে। হ্যা পাতলা পায়খানা হচ্চে দেহা যায় ,পেডে আবার গ্যাস হয়ে গেসে মানে গরুর গ্যাস হয়ে গেসে বা কি হইসে ।তখন ওগুলাকে আমরা সাধারন ট্রিটমেন্ট গুলাকে আমরা ইয়া করি।

প্রশ্নকর্তা:সাধারন ট্রিটমেন্ট গুলা

উত্তরদাতা:সাধারন ট্রিটমেন্ট গুলা ।যেগুলা ওই যে সাধারন ব্যাপার এই গুলা এখন আর তেমন একটা ইয়া না।ওগুলাকে আমরা দিতে ।যেগুলা বেশী মারাত্নক সাধারনত তখন আমাদের কাছে ডাক্তারদের নাম্বার আছে ।এখানে উত্তরা দক্ষিনখানে একটা হাসপাতাল আছে। এখানে কাছেই । সেরাগ আলি একটা হাসপাতাল আছে ।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা বুঝলাম যে ডাক্তারদের নাম্বার আপনাদের কাছে আছে।হ্যা

উত্তরদাতা:হ হ হ।

প্রশ্নকর্তা:তখন কি আপনারা ফোন করে ইয়া নেন নাকি  কিভাবে করেন ?

উত্তরদাতা:না ফোন কি আমরা দেয়। আমরা ওই রোগীদেরকেই নাম্বারগুলা দিয়া দেই । তাদেরকে দিয়া দিই যে আপনারা এই ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করেন ।যোগাযোগ করলে ওনি চলে আসবে। ঠিকই তারা পাচ্ছে। ওইরকম সেবা পাইতেসে। তারা বলে যে এবং দেখা যায় অহন যারা দুই চারটা গ্রুপ আছে তারা অনেক ডাক্তারের নাম্বার নিয়া ঘোরে। তাদের কাছে অনেক ডাক্তারের নাম্বার আছে।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা যাদের গরু আছে তারা তো রাখার কথা। না?

উত্তরদাতা:হ। পোল্ট্রি ফারম যাদের আছে  তারাও দেহা যায় ডাক্তারদের শরনাপন্ন ।এহন মানুষ খুবিই আগের থেকে অনেক সচেতনহয়ে গেসে। দশ বছর আগে যে রকম ছিল ,ডাক্তারদের কাছে যাইতনা ।ইয়া হইতনা ,এখন কিন্তু এটা নাই।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:দশ বছর আগে এখন দশ বছর পরে কিন্তু অনেক তফাৎ হয়ে গেসে ।হ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।এই যে ইয়ে সেটাতো বললেন মাত্র দশ বছর ।আমিতো আপনার কাছ থেকে জানতে চাইব হচ্ছে সেই উনত্রিশ বছর আগের থেকে এই পযর্ন্ত আপনার কি মনে হয় এই যে এন্টিবায়টিক আমরা বলতেসি হে ,এনিমেলের জন্য ,এন্টিবায়টিক ।এই এন্টিবায়টিক এর ব্যবহারটা কিরকম ?বাড়তেসে না কি কমতেসে?কি মনে হচ্ছে আপনার ?

উত্তরদাতা:আসলে এন্টিবায়টিক এর ব্যবহারটা এখন ।পোল্ট্রি ডেইরিতে বলতে আসলে কমতেসে ।

প্রশ্নকর্তা:কমতেসে?

উত্তরদাতা:কমতেসে। এহন হাইজিনিনটা হইসে মেইন ব্যাপার।

প্রশ্নকর্তা:হাইজিন?

উত্তরদাতা:হাইজিনিনের ব্যাপার ।আপনার ঘর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ।পোল্ট্রি ফার্ম ।আগে কিন্তু এরকম ছিল না।এত ইয়া ছিল না। এত অভিজ্ঞতা ছিল না। আমরা যখন ব্র্যাকে ছিলাম তখন মানিকগঞ্জ ; মানিকগঞ্জে ঘুরসি বা হেড অফিস থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় তে ঘুরসি । আমরা যাইতাম ।পোল্ট্রি ফার্ম ইয়া করতাম ।বা পোল্ট্রির ফামের্র বিভিন্ন হ্যাচারি থেকে বাচ্ছাগুলাকে কন্টাক্ট করি। বিভিন্ন জায়গায় পোল্ট্রির বাচ্চা দিতাম ।বা ডেইরি ফার্মে যাইতাম।তখন দেখতাম যে আসলে এত সচেতন  না।ওরা এত কিছু বুঝতনা। ওদের ট্রেনিং দিয়া দিয়া, বইলা বইলা ,,হাতে কলমে দেখায় দেখায় আসতে হইত।আর এখন যদি কোন ফার্মে যায় দেখি যে অনেক পরিস্কার পরিচ্ছন্ন।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:ওরাই বলে যেআমাদের প্রতিদিন দেহা যায়  আয়া দিয়া বিভিন্ন এন্টিসেপটিক দিয়া ,ওষুধ দিয়া তারা ধুইতেসে। দুই হাত দিয়া পরিস্কার করতেসে। পানির সাথে দিয়া পরিস্কার করতেসে।ইয়া করতেসে ।গরু কে শুষ্ক জায়গায় রাখতেসে বা মুরগীর ফার্মে আগে যে রকম গন্ধ হইত ,এখন অত গন্ধ হইতেসেনা।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতা:এখন মানুষ অনেক সচেতন হইতেসে ।এখন কিন্তু ওষুধের ব্যবহারটা কমছে।

প্রশ্নকর্তা:ওষুধের ব্যবহার কমছে আগের তুলনায়?

উত্তরদাতা:হ। অবশ্যই কমসে। এখন ফার্ম বাড়সে ।আগে এত ফার্ম ছিল না বা এত পোল্ট্রি বা ডেইরি ছিল না। এখন কিন্তু এগুলা বাড়সে ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।পোল্ট্রি বাড়সে কিন্তু ওষুধের ব্যবহার কমে গেসে?

উত্তরদাতা:অবশ্যই কমসে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:আমি মনে করি। বাড়াতেই ওষুধটা বেশী বিক্রি হচ্ছে।আগে হয়ত ওষুধ কম । বলত যে আগে কোম্পানি ছিল কম ওষুধ কম শুনসি।এখন এত ওষুধ কোথায় যাচ্ছে? এখন ফার্ম বাড়সে ,মানুষ বাড়সে।ডেইরি বাড়সে। ।ডেইরি ফার্ম ।আগে কিন্তু এত গরু ছিলনা এত মানুষ এত গরু পালত না।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:গ্রামে গঞ্জে আপনার একটা দুইটা করে গরু পালত ।এখন একজনের দেহা যায় পনের বিশটা গরু ও পালে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:শহর এলাকায়ও একজন দেহা যায় আপনার ক্যান্টনমেন্টে যান প্রচুর গরু । ক্যান্টনমেন্টে দেহা যায় প্রচুর গরু।

প্রশ্নকর্তা:তার মানে আপনার কথা মতে হচ্ছে পোল্ট্রির সংখ্যা বাড়তেসে,মানুষের সংখ্যা বাড়তেসে এজন্যই হচ্ছে ওষুধের ইয়া মানে ওষুধ সরবরাহ বেশী হচ্ছে। কিন্তু ওষুধের ব্যবহার আপনি বলতেসেন ইয়া ।

উত্তরদাতা:অবশ্যই।ব্যবহারটা কমসে আগের থেকে ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।ওষুধের না হয় বুঝলাম কিন্তু এন্টিবায়টিক যেটা বলতেসেন ,এসপেসেয়ালি এন্টিবায়টিক আর কি।এন্টিবায়টিকের ব্যবহারটা কি আগে যেরকম ধরেন ,দশ বছর আগে যেরকম ব্যবহার হইসে বা পনের বছর আগে যেরকম ব্যবহার হইত ,এখন কি ওইরকম ব্যবহার হচ্ছে ? না কি রকম ব্যবহারটা হচ্ছে?

উত্তরদাতা:এখন এন্টিবায়টিকটা আসলে কমসে ।ভিটামিনটা বাড়সে।

প্রশ্নকর্তা:ভিটামিন বাড়সে

উত্তরদাতা:ভিটামিনটা বাড়সে।

প্রশ্নকর্তা:তো আগে কিরকম এন্টিবায়টিক ব্যবহার করত?ধরেন উনত্রিশ বছর আগে কি রকম ব্যবহার করত?দশ বছর আগে কি রকম ব্যবহার করত?

উত্তরদাতা:না আগে তো আপনার কথায় কথায় যে, রোগতো ওই যে মানুষের ভিন্ন রকম রোগ হইত। মুরগীর বা ডেইরিতে । ভিন্ন রকম। দেহা যায় একটা গরু খিচুনি চলে আইসে । হ্যা আবার দেহা যায় পাতলা পায়খানা করতেসে করতেসে ।পাতলা পায়খানা বন্ধ করতে পারতেসেনা এহন যেসব ওষুধগুলা বাইর হইসে দেহা যায় এক দুইদিনে পাতলা পায়খানা ।আর এখন রোগ হচ্ছে কম ।যতই বলবেন এখন রোগ হইতেসে কম।বিভিন্ন জায়গাতে এখন ঘুইরা দেখেন আগে যে হারে প্রচুর মারা গেসে ।এই যে কি আপনার গত পাচ সাত দশ বছর আগেও বার্ড ফ্লু তো হইয়া বিভিন্ন রকম ইয়া হইয়া

প্রশ্নকর্তা:হ্যা।বার্ড ফ্লু ।এই যে গরুর এনট্রাক্স ।

উত্তরদাতা:এনট্রাক্স।বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় মোরগ লাগসে ।বিভিন্ন হারে মারা গেসে

প্রশ্নকর্তা:হ্যা

উত্তরদাতা:এখন কিন্তু ওরকম হচ্ছে না।

প্রশ্নকর্তা:এনট্রাক্স তো কিছুদিন আগে

উত্তরদাতা:এখন তারা হচ্ছে কি আগের থেকে প্রিভেনটিক ডোস করতেসে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:প্রিভেনটিক ডোস এর জন্য এখন এইগুলা হইতেসেনা। পোল্ট্রিতে বলে পিবেলটি তে সবাই প্রিভেনটিটো বিভিন্ন ভ্যাক্সিন থেকে তারা ঠিকমত করতেসে । ভ্যাক্সিনেশনগুলা করে নিচ্ছে।

প্রশ্নকর্তা:তো ওখানে ওরা এন্টিবায়টিক ব্যবহার করতেসেনা?

উত্তরদাতা:না এইক্ষেত্রে এন্টিবায়টিক লাগে না।ভ্যাক্সিন।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:আপনার রোগ হওয়ার আগে

প্রশ্নকর্তা:হ্যা রোগ হওয়ার আগে তোভ্যাক্সিন দেয়।

উত্তরদাতা:কিন্তু আপনি যে ভ্যাক্সিন ,আমরা মানুষে যে ভ্যাক্সিন গুলা নিই ।যার জন্য মানুষেরও যেরকম ইয়াটা কমে গেসে গা।একটা মুরগী তো,ডেইরিতো এইটা কমে গেসে গা । এখন যার জন্য এন্টিবায়টিক ইউজটা কম হচ্ছে।এখন এই জন্যে কম হচ্ছে।কোন ইয়া নাই ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা তো আমি জানতে চাচ্ছি আগে ধরেন,দশ বছর আগে কোন এন্টিবায়টিকটা ব্যবহার করত?পোল্ট্রিতে বলেন বা গরুর ক্ষেত্রে বলেন ,হাসমুরগী ,ছাগল ?

উত্তরদাতা:ওইসময় আসলে সিপ্রোসিন গ্রুপটায় যেমন আছিল।সিপোফক্সাসিন গ্রুপটা ওটার বেশী ইয়া ছিল ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:সিপ্রোফক্সাসিন তারপর সালফার ড্রাগ। সালফার ড্রাগগুলা বেশী ব্যবহার হইত ।এই দুইটারই কিন্তু বেশীভাগ

প্রশ্নকর্তা:সালফার ড্রাগ আর হচ্ছে

উত্তরদাতা:সিপ্রোফক্সাসিল

প্রশ্নকর্তা:সিপ্রোফক্সাসিন আর এখন বর্তমানে কোনটা?

উত্তরদাতা:এখন তো সবগুলাই আছে ।এখন ওআছে এগুলা সবই ।এখনো এগুলা বন্ধ হয় নাই। কিন্তু আসলে এগুলার ব্যবহারটা কমসে ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা ।

উত্তরদাতা:এখন তো অনেক রকম ।এন্টিবায়টিক আরো প্রচুর এন্টিবায়টিক চলে আইসে ।ওই সময এন্টিবায়টিক ছিল দুই চারটা ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।

উত্তরদাতা:মানুষিই জানত দুই তিনটা করে ।দুই চারটা কইরা। ওষুধের কোম্পানি ছিল কম। কিন্তু এখন হিউমেনের আগে এইসব কোন কোম্পানি কিন্তু এগুলা ছিল না ।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা হ্যা হ্যা ।

উত্তরদাতা:আসে নাই। মাত্র ওইসময় ।রেনেসা ,এসি আই দুই একটা কোম্পানি হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা:এই যে এনিমেলের জন্য ?

উত্তরদাতা:এনিমেলের জন্য দুই একটা কোম্পানি আসছে।আর এখন কিন্তু সব কোম্পানি চলে আসছে এই দশ বছরের মধ্যে ।

প্রশ্নকর্তা:সব কোম্পানি কি এন্টিবায়টিক তৈরি করে?

উত্তরদাতা:হ। এখন এই দশ বছরের মধ্যে এই যে এই গত পাচ বছরের মধ্যে তো তহন এইগুলা কোম্পানি আরো ইয়া হইসে । এরা সবাই দেখসে যে এখন ওদের সাথে যদি আমরা আলাপ করি ।যে আপনারা কেন এটার মধ্যে ঢুকসেন?তখন বলে যে আমরা হিউমেনের ওষুধ যদি একদিনে বিক্রি করি এক লাখ টাকা । দেহা যায় এনিমেলের ওষুধ বিক্রি হচ্ছে পাচ লাখ টাকা ।আমাদের সেলের জন্য।যার জন্য তারা এটাতে আগাচ্ছে । কোম্পানিরা। কোম্পানিতে জিজ্ঞেস করি ।তখন আরেকটা কারন হইসে যে এখন ওই যে বললাম যে ভিটামিনের পার্দুভাব বাড়সে ।ভিটামিন ব্যবহার হচ্ছে।এই যে আপনার পোল্ট্রি বলেন ডেইরি বলেন ।ডেইরি আজকে এত মোটা তাজা হচ্ছে ।আপনার অল্প কয়দিনে গরু মোটা তাজা হইতেসে ।চলি যাইতেসে। মুরগী একমাসে দেড় কেজি দুই কেজি হয়ে যাচ্ছে ।আগে কিন্তু দুইমাসে দেড় কেজি হয়ত।

প্রশ্নকর্তা:কিন্তু এতে কি ওরা ইয়া মানে শুধু কি ভিটামিন ইউস করতেসে আপনার কথামতে ?

উত্তরদাতা:হ্যা ।ওগুলাতো ভিটামিন ।

প্রশ্নকর্তা:ভিটামিন ছাড়া কি অন্য কিছু করতেসেনা?

উত্তরদাতা:অন্য কিছু মানে ওই তো রোগ বেরামের ইয়েটা কইমা গেসে গা ।রোগ খুব কম হচ্ছে এখন।

প্রশ্নকর্তা:কিন্তু এই যে

উত্তরদাতা:এন্টিবায়টিক ব্যবহার করে ।সামান্য। এন্টিবায়টিক অত বেশী ।যেটা হচ্ছে , হইলে তারপরে ব্যবহার করে।আপনার আগের থেকে যে ব্যবহার ওইরকম নাই।

প্রশ্নকর্তা:আগে কি এন্টিবায়টিক বেশী ব্যবহার হইত?

উত্তরদাতা:হ্যা ।দশ বছর আগে দেহা যায় ওই সময় বললাম না ওই সময় ডাক্তাররা ওইরকম ভাবে ইয়া করতনা।ডাক্তাররা ওইরকম ভাবে ট্রিটমেন্ট করতনা।বা প্রেকটিস করতনা,পোল্ট্রি ,ডেইরিতে ডাক্তাররা দেহা যায় বইসা আসে বা ইয়া আসে ।ওরা ওইরকম ।রোগীরা যাইত না।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:এহন দেখা যায় আপনার একটা গরুর একটু জ্বর হইসে ,সাথে সাথে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়া নিসে।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা ,বুঝলাম । কিন্তু এই যে বললেন আগে এন্টিবায়টিকের ব্যবহার বেশী ছিল ,আবার এন্টিবায়টিক এর সংখ্যা কম ছিল যেটা বলতেসেন আর কি।এখন এন্টিবায়টিক এর সংখ্যাটা বাড়সে ।তো আপনি বলতেসেন যে বিক্রি বেশী হচ্ছে আর কি।

উত্তরদাতা:হ।বিক্রি বেশী হচ্ছে।বিক্রি বেশী হচ্ছে মানে ওই যে বললাম ডেইরি ফার্ম গরুর ইয়া তারপরে আপনার পোল্ট্রি ফার্ম ।

প্রশ্নকর্তা:তারমানে তো ওখানে তারা এন্টিবায়টিক ব্যবহার করতেসেনা?

উত্তরদাতা:অনেক অল্প ।এটা সামান্য।বললাম রোগ হইসে যখন তখন ব্যবহার করতেসে।

প্রশ্নকর্তা:হু

উত্তরদাতা:রোগ হচ্ছে এটা ব্যবহার করতেসে ।জ্বর আসছে,প্যারাসিটামল খাওয়ায়তেসে।প্রায় মানুষের সেটা হল প্যারাসিটামল কিনতাসে।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা

উত্তরদাতা:মানুষের যে ওষুধগুলা ওই ওষুধগুলাই আসলে মেইনলি ।মানুষের যেই গ্রুপগুলা হিউমেনের ও একি গ্রুপ ।গ্রুপ কিন্তু আলাদা নাই।

প্রশ্নকর্তা:তো এই যে প্যারাসিটামল ব্যবহার করল ,প্যারাসিটামলে যদি ভাল না হয় ,সুস্থ না হয় তখন কি করে?

উত্তরদাতা:না হচ্ছে ডাক্তাররাই তখন এটা ইয়া করতেসে হয়ত প্যারাসিটমলের পরিবর্তে এটা দেহা যায় হয়ত সিপ্রোসিনে চলে যাচ্ছে ।তখন।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:সিপ্রোফক্সাসিন দেহা যায় হয়ত ইনজেকসন মাইরা দিসে ।এটা হচ্ছে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ইনজেকসন দেয় তখন।

উত্তরদাতা:হ ।তখন দেহা যায় হয়ত ইনজেকসনে চলে যাচ্ছে তারা

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা । তখন আর মেডিসিন আর ইনজেকসন ।

উত্তরদাতা:হ।

প্রশ্নকর্তা:ইনজেকসন দিলে তার মানে কি ওটা ইয়া

উত্তরদাতা:তাড়াতড়ি কাজটা হয়।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতা:তাড়াতড়ি কাজে দেয় ।

প্রশ্নকর্তা:ওহ ।তাহলে এরকম পোল্ট্রিতে কি ধরনের এন্টিবায়টিক ব্যবহার করা হয়?

উত্তরদাতা:ওই ।পোল্ট্রিতে তো ওই একি অবস্থা ।এই যে আপনার পোল্ট্রিতে তা এখন বললাম না যে ভ্যাক্সিনেশন করাতে পোল্ট্রিতে রোগ কইমা গেসে গা ।পোল্ট্রিতে রোগ একদম নাই বললেই চলে এখন আমাদের দেশে ।আগে যেমন গামব্রু একটা রোগ হয়ত ।গামব্রু ।

প্রশ্নকর্তা:হুম।

উত্তরদাতা:হ্যা ।ডিসিজ ।যেটা আমরা বলসিলাম যে ইন্ডিয়ার থেকে হয়ত মুরগীর বাচ্চা আসে ইয়ে আসে এইজন্য হইসে ।এখন দেখা যায় যে গামব্রুর ওই যে ভ্যাক্সিনেশন সব কোম্পানি ভ্যাক্সিন বাইর করাতে আগে ভ্যাক্সিনেশন করতেসে ।এসি আই কোম্পানি আছে ।ইন্টারভেট আছে ।অহন ভিন্ন অনেকগুলা কোম্পানির ভ্যাক্সিন আছে।

প্রশ্নকর্তা:হুম।

উত্তরদাতা: পল্ট্রিতেও ভ্যাক্সিনেশনের কারণে রোগ কমে গেছে। কিন্তু আসলে দেখা যায় এখন গামব্রু হচ্ছে না ।এখন রোগ হইতেসেনা তেমন একটা ।উচিত দুই চারটা

প্রশ্নকর্তা:তাহলে এই ওষুধ কোথায় বিক্রি হচ্ছে?এই যে লাভ বললেন ।কোম্পানিগুলোর লাভ বললেন আর কি ।তাইলে এই কোম্পানির ওষুধ কিভাবে কোথায় বিক্রি হয়?

উত্তরদাতা:কোম্পানি ।এখন তাদের মেইনলি হইসে যে ভিটামিনের আইটেমের গুলা বেশী বিক্রি হচ্ছে ।আপনি যেখানে কোম্পানি দিসে খবর নেন যে আপনাদের কোন আইটেমটা বেশী সেল হচ্ছে?দেখবেন যে তাদের যদি এন্টিবায়টিক একলাখ টাকার সেল হয় ,কিন্তু ভিটামিন আইটেম গুলা কিন্তু পাচলাখ টাকার সেল হয় এবং একটা কোম্পানি একটা ভিটামিনকে কিন্তু কয়েক পদের বের করসে ।একটা কিন্তু সেইম একটা ভিটামিন ।এসি আই বলেনযেমন এসি আই। একটা মাল্টি ভিটামিন ,এটা কিন্তু তারা চার পাচটা আইটেম

নাম ঘুইরা ঘুইরা দিয়া বাইর কইরালাইসে। বি কমপ্লেক্স এটাকে দেখা যাচ্ছে চার পাচটা আইটেম নাম দিয়া তারা বাইর করতাসে ।স্যালাইন এসি আই কোম্পানির ,তিন চারটা স্যালাইন একসাথে নাম দিয়া ।বাইর করসে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।কিন্তু ধরেন এই যে ধরেন একলাখ টাকার যে এন্টিবায়টিকগুলা বিক্রি হচ্ছে ওই একলাখ টাকার এন্টিবায়টিক কোথায় বিক্রি হচ্ছে ? তাহলে যদি এত কম ব্যবহার হয়?মানে

উত্তরদাতা:এটা আপনাকে বললাম না যে এটা তো কুচি দুই একটা ।এটা কিন্তু ধরা যায় না ।আপনি সেখানে

প্রশ্নকর্তা:একলাখ টাকা কিন্তু অনেক।

উত্তরদাতা:না অনেক ।এটা আপনাকে সংখ্যায় বললাম আর কি ।যেমন এখানে দশটা খামার আছে । এখানে দশটা খামার আছে ।দশটা খামারের মধ্যে যদি ছয়টা খামারের গরু অসুস্থ হয় তাইলে আমরা মনে করব যে আসলে এখানে হয়ত পার্দুভাব বেশী রোগের।

প্রশ্নকর্তা:হুম।

উত্তরদাতা:যদি দশটা খামারের মধ্যে একটা খামারের দুইএকটা গরু অসুস্থ হয় তাইলে দেখব যে এটা সিম্পল ব্যাপার ।

প্রশ্নকর্তা:হুম।

উত্তরদাতা:এটা দুইএকটা গরু অসুস্থ হইতেই পারে ।দুএকজন দুইজনের ।ওই এক দুইজনের বাদে এই অবস্থা আমাদের।

প্রশ্নকর্তা:হুম।

উত্তরদাতা:তখন এজন্য আমরা মনে করি যে রোগ কইমা গেসে গা।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:এটাকে আমরা ধরব ।আমরা পারসেন্টেজ হিসাব কইরা আমরা ইয়া করি।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতা:এখন আমরা পারসেন্টেজ হিসাব করি ।কারন আমরা তো আগে ওই যে বললাম না দশ বছর আগে যে হারে এন্টিবায়টিক,যে হারে ইয়া সেল করসি ।এখন কিন্তু আমাদের ভিটামিন আইটেম ।আমরাপাই ভিটামিন আইটেম।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:এখন সে আইসা বলে যে আমাওে মুরগী মোটা তাজা হচ্ছে না ।গরু মোটা তাজা হচ্ছে না ।গরু দুধ দিচ্ছে না। হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:হু হু

উত্তরদাতা:গরুর বাচুর দূর্বল,গরু দূর্বল এই ।ওই ডাক্তারদের হয়তো লেখায় নিয়ে আসলাম ।নইলে আমাগোরে বলল যে আমার গরুটা দূর্বল ।খাইতেসেনা ,এই সেই ।তখন বললাম যে কৃমির ডোস কবে করছ? জিজ্ঞেস করি ।ওই যে কৃমি ভিটামিন ।সবকিছু হইসে ।আসলে মানুষ বলেন সবকিছু বলেন যে কৃমি কোর্স কবে করস ? এই যে এতদিন আগে করসি। যদি লাগে কৃমির ওষুধ হয়তো দিয়ে দিলাম আর না হইলে বললাম ডাক্তাররে রিং দাও। ডাক্তার যদি বলে কৃমির ওষুধ দিয়া দাও ।তারপরে তারা ভিটামিন খাওয়ায়ল ।বাস ।এই।

প্রশ্নকর্তা:আপনি নিজে কখনো চিকিৎসা করার সময় যে যখন এন্টিবায়টিক দিচ্ছেন আর কি। তখন আপনি কখনো কি কোন ইয়ার মধ্যে পড়ে গেসেন কি না?সংকটের মধ্যে বা চ্যালেঞ্জের মধ্যে ? চ্যালেঞ্জ ফেস করেন কিনা দেওয়ার সময়?

উত্তরদাতা:না না না ।এরকম কোন ইয়ে হয় নাই ।

প্রশ্নকর্তা:কেন?

উত্তরদাতা:আপনি  একটা এন্টিবায়টিক যখন দিবেন ,দিচ্ছি ওখানে এন্টিবায়টিক কিন্তু প্রত্যেকটা এন্টিবায়টিক কিন্তু কোর্স কোনটা কতটুকু ইউস করতে হবে লেখা আছে । কোম্পানি এটা লিখে দিসে ।যে ওয়ান এম এল ওয়ান লিটার পানিতে প্রি প্যাড এবং নরমাল দুইটা ডোজই লিখা আছে ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:আপনি যদি প্রিভেনটিক ডোস করতে চান হ্যা ।অনেকেই আসে হয়তো প্রিভেনটিক করলাম ।যে ভাই আমি এক কাজ করি এই সপ্তাহ আমি হয়তো পনের দিন পরে তিনদিনের একটা প্রিভেনটিক ডোস করব ।যাতে আমার ঠান্ডাটা না আসে ।

প্রশ্নকর্তা:হু হু ।

উত্তরদাতা:আমি করতে পারি ঠিক আছে

প্রশ্নকর্তা:প্রিমিটিভ ডোসে কি এন্টিবায়টিক ?

উত্তরদাতা: ডোস এখানে লেখা আছে ।লেখা আছে যে এক সিসি দুই লিটারে দিয়া দেন ।হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা

উত্তরদাতা:তখন একটা নরমাল একটা ইয়া দিয়ে হইত এই যে  স্কয়ার কোম্পানি ডক্সিডিন ,ডক্সিসাইক্লিন আর কলিস্টিন।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা

উত্তরদাতা:ঠিক আছে ?

প্রশ্নকর্তা:হু হু

উত্তরদাতা:এই যে এটার মধ্যে নরমাল ডোস লেখা আছে এবং ট্রিটমোট লেখা।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা

উত্তরদাতা:নরমাল লেখা আছে এক এম এল দুই লিটার পানিতে ,এক গ্রাম দুই লিটার পানিতে ওয়াটারে তিন থেকে পাচদিন ।তিন থেকে পাচদিন খাওয়ায়ল ,এটা ,বাস ।তিন থেকে পাচদিন খাওয়ায়ল পনের দিনে আল্লাহ তার কোন চিন্তা নাই

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:খাওয়ায় দিল আর যদি তার মথ্যে হয়ত ঠাডা লাগি গেল বা কোন ইয়ে হইল ।তাইলে সে এডা পাতলা পায়খানা জাতীয় ইয়া হইল ।তখন এটার জন্য মুরগী সে এক গ্রাম এক লিটারি হিসেবে ব্যস তিনচারদিন  খাওয়ায়লে দেহা যায় সারি গেসে গা। এটার সাথে স্যালাইন ইউজ করি ।আর দেহা যায় একটা এনজাইম ইউস করে ।এনজাইম রুচির জন্য ।কারন মানুষ অসুস্থ হইলে যদি না খায় তাইলে ইয়া হয় না । এটা আমরা জানি । ডাক্তাররা বলে ।যে এটার সাথে হয়ত আপনের এনজাইমটা দিয়ে দিলেন আর শেষ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতা: স্যালাইনটা দিয়ে দিলাম

প্রশ্নকর্তা:মানে এইরকম কখনো এইরকম চ্যালেঞ্জ বা সমস্যার সম্মুখীন হন নাই?

উত্তরদাতা:না না না ।কেন সমস্যার সম্মুখীন আমাদের হতে হয় না। কারন আমাদের কাছে ডাক্তার আছে ।

প্রশ্নকর্তা:কারন ইনস্ট্রাকসন লিখায় থাকে।

উত্তরদাতা:লিখায় থাকে ।যার জন্য আমাদের আর ইয়া নাই ।ওরাও দেখতেসে যে না এটা তো লেখায় আছে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা ।

উত্তরদাতা:বা এরা দেখা যায় হয়তো ডাক্তাররে রিং দিল স্যার এটা দিতে চাচ্ছে বা এটা ।তখন ডাক্তার বলে যে ঠিক আছে নিয়া নেন বা নাইলে এটার সাথে এডা ইনক্লোড কইরা দেন ।

প্রশ্নকর্তা:তাহলে কি আপনারা যখন দিচ্ছেন ওষুধ তখন ওরা আবার ডাক্তারের সাথে কনফার্ম হয়া নেয় ?

উত্তরদাতা:অনেক সময় হয়ত ।

প্রশ্নকতা:আচ্ছা অনেক সময়।

উত্তরদাতা:আর এখানে যে আমাদের ওগুলোতে ল্যাব আছে।বাংলাদেশে এমন একটা হয়সে ।যেমন উত্তরাতে একটা বায়োল্যাব আছে ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:গাজীপুরে আছে দুই তিনটা ল্যাব ।কাজী কাজী ফার্ম ,প্যারাগন ফার্ম।তারপরে আপনার বায়োফার্মার।ওরা কিন্তু ল্যাব করসে ।মুরগী কাটাকাটি করতেসে বা গরুর পায়খানা টেস্ট করতাসে ।বিভিন্ন ইয়া টিয়া করতাসে ।

প্রশ্নকর্তা:হু হু।

উত্তরদাতা:আবার গর্ভমেন্টের দেয়া ফুলবাড়িয়াতে আছে।পায়খানার টেস্ট ,আমরা ওইখানে পাঠিয়ে দিই।আমরা গরু পায়খানাতে সমস্যা হয়সে বা গরুটা ইয়া হয়তেসে ।ঠিক আছে ।ওইখানে যেয়ে টেস্ট করো বা ওইখানে আপনার ওই যে সাবানের দেহা যায় বাসমাইল ওইখানে ও আছে গরুর ইয় টেস্ট।

প্রশ্নকর্তা:তার মানে আপনি রেফার করেন?

উত্তরদাতা:অবশ্যই রেফার করি ।আমরা রিস্ক নিতে চায় না তো।আমাদের দরকার নাই তো।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:তারা তো আমাদের বন্ধু।তারা হয়তো ফার্ম করসে সে সবসময় আমার কাছে আসে ।আমাদের সাথে সৎ বুদ্ধি নেয়ার জন্য আসে ।তো ব্যবসাটা শুধু আমার টাকার জন্য চিন্তা করলে হবে না ।কেন তাকে যদি আমি ধরে রাখতে পারি ।একটা খামারি আমার কথা হইসে যে আমরা আমার ব্যবসা বাচার উদ্দেশ্যে যেখানে ব্র্যাকের থেকে যেটা শিখে আসছি আপনি হয়ত চাকরি করতেসেন বা ইয়া করতেসেন ।আজকে যদি আমরা এনজিওতে চাকরি না করি ।যতই বলবেন গর্ভমেন্ট চাকরি করলে কেউ কিছু বুঝতে পারবে না।গভরমেন্টে এক জায়গাতে বসায় রাখে ।ওদের ফিল্ড ওরিয়েন্টেড কোন কিছু নাই ।মানুষের সাথে যোগাযোগ নাই।

প্রশ্নকর্তা:হুম

উত্তরদাতা:মানুষের সাথে কিভাবে মিশতে হবে কিভাবে কথা বলতে হবে তারা কিন্তু গভরমেন্ট অফিসাররা কিন্তু এই জিনিসটা জানে না।গভরমেন্ট এমপ্লয়রা জানেন না,স্টাফ রা কথা বলতে জানে না ।আর যারা এনজিও তে চাকরি করে ।দেখেন এনজিও কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় ঘুরাচ্ছে।হাজার হাজার মানুষের সাথে কথা বলতেসে । হাজার হাজার মানুষের সাথে মিশতেসে।হাজার ফ্যামিলির সাথে মিশতেসে ।কার সাথে কি কথা বলতে হবে কোথায় লিস্ট করতে হবে ,একটা লোক খারাপ তাকে কিভাবে নিজেদেও আয়ত্তে আনতে হবে ,এটা এনজিওর লোকজন বুঝে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা

উত্তরদাতা:এনজিও ওভাবে ট্রেনিং দিয়ে তাদের মগজটা ধোলাই করে দিচ্ছে।তাদেরকে বুঝাচ্ছে।তবে এডা আমি মনে করি যে ভাল।আমি যখন ব্র্যাকে চাকরি করসি ওখান থেকে আমি যে জিনিসটা শিখে আসছি ,আমার বাস্তবতার ঝীবনে কাজে লেগে গেসে গা।এবং আমি যে জন্য ব্যবসাতে আসছি।আমি মনে প্রানে সাকসেস হয়সি।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ওই যে কাস্টমার ধরে রাখা আর কি ।

উত্তরদাতা:হ।কাস্টমার ধরে রাখা ।কাস্টমারকে বুঝানো ।একজনের সাথে যখন কথা বলি না ভাই আপনি তো আমাকে খুব ভাল বুঝায়ছেন ।আপনার থেকে আমি ওষুধ নিব।তখন বলি যে একজন ডাক্তারের কাছে যান ।আপনি এভাবে ওটার ট্রিটমেন্ট করান। মুরগীটা আপনার যেহেতু অসুস্থ বেশী,মুরগীগুলা মারা যাচ্ছে।আপনি ঐ ল্যাবে নিয়া টেস্ট করায় আসেন ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:টেস্ট করেন,ডাক্তাওে কি ওষুধ লিখে তারপরে আমি দেখুম।

প্রশ্নকর্তা:হুম হুম।

উত্তরদাতা:তখনি তাকে আমরা সাজেস্ট করি ।এর জন্য সুবিধা।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতা:কথা বুঝছেন?

প্রশ্নকর্তা:হুম হুম।

উত্তরদাতা:এটা যদি, আমি যদি শুধু আমার নিজের বিক্রির জন্য ওষুধপত্রটি লিইখা দিয়ে দিলাম, দিয়া দিলাম। তার কাজ হইল না। তখন তার মাথায় ইয়া হবে কি যে শালা তো আমারে ঠকাইল।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:ঠিক আছে না।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা হ্যা ।

উত্তরদাতা:তখন সে কিন্তু আমার কাছে আর ইয়া হবে না। ধন্যা দিবে না।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা হ্যা।

উত্তরদাতা:আর যাদ সে থেকে আমার কাছে ভাল বুদ্ধি পায়া ,ভাল ইনকাম করল বা তার লাভবান হইল ।লাভবান হইলে সে কিন্তু পরবতীতে আমার কাছে ঠিকিই ঘুরে আসবে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা

উত্তরদাতা:এটা ঠিকে থাকলে সে আরো দুইজনকে করতে বলবে যে ,আরো দুইজন বলবে যে আপনি ফার্ম করেন ,ইয়ে করেন ।এই । না হইলে কিন্তু সে আসবে না ।ঠিক আছে নি?

প্রশ্নকর্তা:হ্যা হ্যা

উত্তরদাতা:এই ।

প্রশ্নকর্তা:এছাড়া আমি আরেকটু জানতে চাইব আপনার কাছ থেকে, যখন আপনি কাউকে এরকম এন্টিবায়টিক ওষুধগুলা দিচ্ছেন আর কি ।কেউ আপনার কাছ থেকে কিনতে আসছে বা সিমটোম গুলা বলার পরে আপনি দিলেন তাকে এন্টিবায়টিক।তখন আপনি কি কি ইনস্ট্রাকসন দেন তাকে?মানে কি কি বলেন আর কি ? কিভাবে খাওয়ায়তে হবে?কতদিন খাওয়ায়তে হবে?এই ব্যাপারগুলি।

উত্তরদাতা:ওদের বলে দিচ্ছি যে এই যে এন্টিবায়টিক গুলা যে তুমি দিচ্ছ ।এগুলা তুমি ডেইলি যখন ছয় ঘন্টা পরপর পানি চেঞ্জ করে দিবা ।আমরা ডেইলি বলি যে চারবার দিতে হবে অর্থাৎ সকাল ছযটা থেকে লেখি যে বারটা পযর্ন্ত ,বারটা থেকে বিকাল পাচটা পযর্ন্ত। পাচটা থেকে আবার রাত দশটা পযর্ন্ত ।দশটা থেকে আবার বা এগারটা বারটা পযর্ন্ত ।আবারএগারটা থেকে সকাল ছয়টা পযর্ন্ত। এভাবে একটা্ইয়া ছয়ঘন্টা পর।

প্রশ্নকর্তা:মানে টাইম লিখে দেন ?

উত্তরদাতা:টাইমটা্ইয়া করে দিই।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।আচ্ছা।

উত্তরদাতা:তাদের মেইনলি হচ্ছে টাইমটা মেইনটেইন করা ।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা।

উত্তরদাতা:তাহলে ওষুধের কোয়ালিটি ঠিক থাকে ।ইয়েটা ঠিক থাকে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা এই টাইমটা কোথায় লিখে দেন?তাহলে?

উত্তরদাতা:ওই যে একটা কাগজে ।তাদেরকে ইয়ে করে দিই।

প্রশ্নকর্তা:প্রেসক্রিপসন ?

উত্তরদাতা:হ। তাদের কাগজে একটা কাগজের মধ্যে তাদেরকে লিইখা দিয়া দিই যে এটা এভাবে ।বা মুখে বইলা দিই ।অনেকেই যারা শিক্ষিত ,ছেলেমেয়ে ।কেউ পোল্ট্রি ফার্ম করতাসে ,ডেইরি ফার্ম করতাসে ।এই।

প্রশ্নকর্তা:তাহলে এই যে ব্যাপার গুলা আর কি ,ওই কিভাবে খাওয়ায়তে হবে?কত ঘন্টা পরপর খাওয়ায়তে হবে?এগুলা বলে দেন ।আর যদি সে এরা কি আসলে সব সময় আপনি যেভাবে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছেন আর কি ।ঐ ইনস্ট্রাকশন মানে? মানে ধরেন ফলো করতেসে কি না ঠিকমত,ওই যে?

উত্তরদাতা:না,সবাই আসলে সবাইর পক্ষে হয় না ।সবাই করে না।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:দেহা যায় সবা তো নিজেরা থাকে না ।কর্মচারির উপর দিয়ে রাখে।

প্রশ্নকর্তা:হু হু হ।

উত্তরদাতা:ঠিক আছে ।ওরা আইসা বলে তখন ,আবার যখন জিজ্ঞেস করি ,তখন বলে আমিতো ছিলাম না ।আসলে কর্মচারিরে বইলে দিসি ,এই দিসি সেই দিসি আসলে ওইভাবে করে নাই।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:হয়ত তিনবার দিয়া দিসে সে আটঘন্টা পরপর দিসে ।তারপরও বলার কিছু নাই ।আটঘন্টা এন্টিবায়টিকে একটা ইয়া থাকেই ।হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা হ্যা হ্যা।

উত্তরদাতা:তারপরও আমরা বলি যে চারবার দিলে ভাল।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা হ্যা হ্যা।

উত্তরদাতা:হ্যা এখন অনেকে যারা ব্রয়লার পালে লেয়ার মুরগী পালে বলে যে অনেক পানি লাগে একসাথে ছয় ঘন্টাপর পর দিয়া কুলাইতে পারে না।বা আমাদের স্টাফ কম,লোক কম।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা

উত্তরদাতা:হ্যা ।আরেকটা লোক রাখতে গেলে তো আমার আরো দশ পনের হাজার টাকা খরচ।যার জন্যে লোক কম ।যার জন্যে ওই যে সময় কম দিয়া তারা ওইভাবে তিনবারে ইউস করে।হ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা।চারবারের জায়গায় তিনবারে ইউস করতেসে।তখন ওইযে জিনিসটা যখন আপনাকে বলে ,তখন আপনি কি বলেন তাদেরকে?

উত্তরদাতা:না তাদের তো তার প্রেসার দিয়া তো আমার কোন ইয়া নাই ।অধিকার নাই।তাকে বলি যে যদি করাইতে পারেন ওটা ভাল। বা আপনি যদি থেইকা করান। তখন অনেকসময় যখন অবস্থা খারাপ হয় তখন নিজেরা করে।করতে চেস্টা করে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা

উত্তরদাতা:তার লাভের জন্য তো সে করবে।

প্রশ্নকর্তা:তবে এই

উত্তরদাতা:তা আমাদের বলা আমরা বলে যাই।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা।তবে এরকম কি হয় কখনো যে এটা যদি না করেন কি হবে ? এই জিনিসগুলা বলেন কি না? যে আমি তিনবারের কথা। চারবার দিতে হবে ।যেটা আপনি তিনবারে দিচ্ছেন বা দুইবারে দিচ্ছেন,এতে কোন সমস্যা হয় কি না? একচুয়েলি?

উত্তরদাতা:না।ওদেরকে বলি যে তোমরা যদি ওইডা দাও তাড়াতাড়ি রোগটা সাড়বে।বা তোমার ভাল হবে।হ্যা ভাল হয়ে যাওয়ার পারবা।আর যদি ওইভাবে না করে তাইলে তো এটা তো তোমার নিজেরি বুঝতেস।তোমার নিজের চালান,নিজের ইয়া।নিজেই তো ঠকবা ,ইয়ে করবা।তারাও চেস্টা করে।আপনে তো নিঝেই নিজের লাভের জন্য নিজে করবেনই। নিজেই তো নিজের লাভ বুঝবেন।

প্রশ্নকর্তা:তখন তারা এটা ইয়ে করে কি না যে মানে ,কি বলে আর কি। মেইনটেইনতো করতে পারতেসেনা। তারপর এটার সমাধান কি হইল?কিন্তু আসলে তো কোর্সটা ঠিকমত মেইনটেইন করতেসে না।যেটা চারবারে দেওয়ার কথা ,সেটা তিনবার বা দুইবার দিচ্ছে।

উত্তরদাতা:না।সবাই যে করতেসেনা তা না। সবাই চেস্টা করে। যখন আমাদের কাছে আসে শুনে যে তারও একটা মুরগি মারা যাচ্ছে। ফার্মে।অসুস্থ হইসে ।তখন সে যে এত দূরে বলে আসল বা ইয়া করল ,বুদ্ধি নিল বা ডাক্তারের কাছে আসল ।হয়তো ডাক্তাররা অনেকসময় বইলে দেয় না যে এতবার খাওয়ায়য়েন। ডাক্তাররা বইলা দিল না,ডাক্তাররা প্রেসক্রিপসন কইরা দিয়া দিল যে এই,এই ওষুধ গুলা খাওয়ায়য়েন।তখনতো আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে যে,তখন আমরা যখন বলি তখন বলে যে ,কর্মচারিতো।তখন বলি যে চেস্টা কইরো ।তখন হইতো তারা নিজেরা থাকতে চেস্টা করে ।থাইকে নিজেরা খাওয়ায়তে চেস্টা করে।আর অনেক সময় কর্মচারি দিলে বইলা দেয় যে একটু তুমি কস্ট কর ।তহন আমরা ও আবার একটু বুদ্ধি দিয়া দিই।যে আপনের একটা বুদ্ধি আছে ,কর্মচারিরে হয়তো আপনি একশ টাকা করি ধরায় দিয়ে দিলেন ,যে, তুমি আজকে একশ টাকার চা নাস্তা খায়ো ।আমার এই কাজটা কিন্তু তুমি কইরা যাও।তহন দেহে যে ওরা আনন্দের ছুটে থেকে একবার জায়গায় ,তিনবার জায়গায় চারবার ঠিক করল ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতা:এরকমভাবে বুদ্ধি দেয় আর কি।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা মানে ওইভাবে সাহায্য করেন আর কি। যে ইয়া করাটা ।

উত্তরদাতা:হ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা তাহলে আপনার কি আপনি কোন সময়টাতে সিদ্ধান্ত নেন যে এখন এন্টিবায়টিক লাগবে। এই পেসেন্টের জন্য ।মানে পেসেন্ট বলতে এই গরুর জন্য ।বা এই পোল্ট্রির জন্য।কোন সময়টাতে সিদ্ধান্ত নেন আপনি?

উত্তরদাতা:সিদ্ধান্ত নেয় যখন বলে যে আমার যখন পোল্ট্রি ,আইসা যখন বলল আমার কিছু মুরগি ঝিমাইতেসে । মুরগি বইসা বইসা ঝিমাচ্ছে।বা নাক হেসকাইতেসে । বললযে না রাতে যখন লাইট বন্ধ করসি তখন দেখা যায় হকহক আওয়াজ করতেসে।যে ঠান্ডা। কিন্তু জিজ্ঞেস করি তখন পায়খানা কেমন হচ্ছে বা কি হচ্ছে। তখন বলে যে না পায়খানাতো ঠিক আছে ,ইয়া আছে। এই ।তখন হয়তো নরমাল একটা এন্টিবায়টিক ,তাকে বলি যে একটা এন্টিবায়টিক দিয়া দাও ।আর সাথে একটু এনজাইম ।কেমন খাচ্ছে,তখন বললযে খানা কমায় দিসে ।তখন এনজাইম জাতীয় একটা ইয়ে দিয়ে দিলাম । এই আর কি।

প্রশ্নকর্তা:তখন ওই কোন নরমাল কোন

উত্তরদাতা:তখন ভিটামিনটা বন্ধ ।

প্রশ্নকর্তা:নরমাল কোন এন্টিবায়টিক দেন?

উত্তরদাতা:ওইতো তহন দেহা যায় হয়তো এমোক্সাসিলিন আর ডক্সিসাইক্লিন। এমোক্সাসিলিন ডোক্সিসাইক্লিন দুইটাকে কমবাইন্ড করে দিয়া দিলে দেহা যায় দুটো কাজ করে।

প্রশ্নকর্তা:একসাথে মিক্স করে আচ্ছা।

উত্তরদাতা:একসাথে দুইটা একসাথে মিক্স করে। আর একটা এনজাইম । আর ভিটামিন সি।

প্রশ্নকর্তা:ওহ আচ্ছা ।এটা কি ,কি ওই একটাই বললেন ?তাহলে কি একটা শুধু ক্যাপসুল ,একটা ট্যাবলেট?

উত্তরদাতা:ওইডা পাউডার।

প্রশ্নকর্তা:পাউডার । আচ্ছা ।ঐটা কি রকম কোর্স আসলে ওইটা?

উত্তরদাতা:ওইটা ওই যে দেহা যায় এক গ্রাম দুই লিটার হিসেবে পানিতে যদি ইউজ করে,তাইলে চলে ।ভাল ব্যবহার। কোম্পানি থেকে লেখে দিসে এক গ্রাম দুই লিটার হিসেবে। ওইটা লিখা আছে ।প্যাকেটে কিন্তু এই ইনস্ট্রাকসন গুলা

প্রশ্নকর্তা: ওহ আচ্ছা।

উত্তরদাতা:প্রত্যেকটা কোম্পানি কিন্তুপ্রত্যেকটা ওষুধিই কিন্তু তারা ইনস্ট্রাকসন দিয়ে রাখসে। যে এটা এভাবে ব্যবহার কর।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।আচ্ছা।

উত্তরদাতা:এই।

প্রশ্নকর্তা:তাহলে এটাতো গেল পোল্ট্রির ক্ষেত্রে ,হ্যা ।গরুর ক্ষেত্রে বা ছাগলের ক্ষেত্রে,আপনি কিভাবে ইয়ে করতেসেন?ওই এন্টিবায়টিক দেওয়ার সিদ্ধান্ত টা কিভাবে নিচ্ছেন আর কি?কোন সময়টাতে দিচ্ছেন আর কি ?

উত্তরদাতা:না গরু ডেইরিতে ,গরু ছাগলের আসলে আমরা ওইরকমভাবে ওইরকম রোগের ওইরকম ইয়া সহজে পায়না । যদি আসে তো আমরা এটা ডাক্তারকে ইয়া করি বেশীরভাগ।

প্রশ্নকর্তা:গরুর ক্ষেত্রে?

উত্তরদাতা:গরুর ক্ষেত্রে। গরু এবং ছাগলে অসুখ যদি মারাত্নক কোন ইয়া আসে তাইলে এগুলা আমরা হাত দিতে চাই না ।হয়ত জ্বর টর হইলে আমরা বলি যে ঠিক আছে,জ্বর হইসে ,যে আমার গরুটার শরীর কাপতেসে বা একটু জ্বর ,জ্বর বা হইতেসে।বলল তখন হয়ত বলি যে প্যারাসিটামল খাওয়ায়তে।গরুর প্যারাসিটামল আছে,যেটা ,ওটা দুইহাজার এমজি ।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা হ্যা আমি দেখে আসছি।

উত্তরদাতা:হ ।দেখসেন ।এই এই ।

প্রশ্নকর্তা:বড় বড় ।

উত্তরদাতা:হ ।বড় বড় ।তখন বলি যে এই ট্যাবলেটটা তোমরা ।ওজন হিসেবে বইলে দিই ।এটা ওজন হিসেবে লেখা আছে এখানে । হ্যা ।তখন বলি যে গরুটা ওজন অনুমানে কতটুকু হবে?আনুমানিক ওরা বলে যে হয়ত আড়াইমন হবে ।এটুক হবে ।তখন এই হিসেবে বইলা দিই যে এভাবে তোমরা এডা খাওয়ায়বে ।এডার মধ্যে লেখা আছে ।এটা খাওয়ায় দেখ দুইদিন ।যদি না কমে তাইলে আপনার ,ডাক্তার আছেই ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।

উত্তরদাতা:আর প্রতিটা ডেইরিতে এখন কিন্তু ওরা ডাক্তার ওভাবে শরনাপন্ন আছেই ।সাপ্তাহিক ডাক্তার আসতেসে যাইতেসে ।এখন আমাদের কে আসলে গরুর বেলায় ওইটা করতে হয়না ।

প্রশ্নকর্তা:ওহ আচ্ছা ।গরুর বেলায় আপনাদের কে খুব একটা ইয়া দেয়া লাগে না ।

উত্তরদাতা:গরুর বেলায় দেয়া লাগে না ।হ । না না ।

প্রশ্নকর্তা:শুধু পোল্ট্রিতে একটু ইয়া ।

উত্তরদাতা:পোল্ট্রিতে একটু ইয়ে ।পোল্ট্রিতে হঠাৎ করে হয়ে গেসে । ডাক্তারের কাছে যাইতে পারতেসেনা ।যাই নাই ।চলে আসল । এর কম । এটা সিম্পল ব্যাপারে ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা

উত্তরদাতা:আর যখন একটু মারা টারা যাচ্ছে ,ইয়া হচ্ছে ,তখন আমরা বলি এখানে উত্তরাতে একটা ল্যাব আছে ।ল্যাবে নিয়া কাটাই দেখো কি হয় ।এই ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা

উত্তরদাতা:আমাদের এখানে এরকম ঝুকিপূর্ন এজন্য আমাদের নিতে হয় না ।এরকম কোন ইয়া হয় না ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা । আচ্ছা । তো যাদের হচ্ছে ধরেন ইয়া নাই আরকি । গরুর খামার নাই ।বাট দুই একটা গরু সে বাড়ির মধ্যে পালে । তখন ওরা কি আসে না আপনার কাছে?চিকিৎসা নেয়ার জন্য?

উত্তরদাতা:এগুলা আসলে ওইরকমভাবে ।দেশী গরু পালে ওদের এত ইয়া হয় না ।ওরা আসে ও না ।দুই একটা গরুর বেলায় কোন রোগটাকে আমরা ওইরকমভাবে এইরকম পাইওনা । আর যদিও হয় ।হয়ত কোন সময় হয়ত পাতলা পায়খানা হয় ।এরাই বলে যে ও তো পাতলা পায়খানা হয়সে ।ভাই আমার দুইটা গরু পালি বাএকটা গরু পালি দুধের জন্য ।ওইডার পাতলা পায়খানা হইসে ।এই ট্যাবলেট টুবলেট এই সেই দিয়া সারি যাই ।

প্রশ্নকর্তা:তখন ওদেরকে কি দেন?গরুর পাতলা পায়খানার জন্য?

উত্তরদাতা:ওই যে সাফাটাইজিন ট্যাবলেট আছে । ইয়ার একমি কোম্পানির জন্য সালফাটিন এস ট্যাবলেট আছে ।ওই ট্যাবলেট টা লেখা আছে ।পয়ত্রিশ কেজির জন্য একটা ।প্রতিদিন একবার ।

প্রশ্নকর্তা:পাউডার ওটাও?

উত্তরদাতা:ট্যাবলেট ।

প্রশ্নকর্তা:ট্যাবলেট?

উত্তরদাতা:ট্যাবলেট ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:তখন ওটাকে হয়ত লেখা আছে  তিনদিন খাওয়ায়তে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:তিনদিন দেওয়ার জন্য।

প্রশ্নকর্তা:এই যে ওষুধের বাজার মূল্য আর কি ,এই বাজার মূল্যের সাথে ওদেরকি ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আছে?এন্টিবায়টিকের যে বাজার মূল্য এটাকি ইয়ার ,কাস্টমারের কি ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আছে ?

উত্তরদাতা:এডা আছে।

প্রশ্নকর্তা:আছে।

উত্তরদাতা:এগুলার তার কোন অবজেকশন

প্রশ্নকর্তা:কিরকম ইয়া,দাম্ এগুলোর?

উত্তরদাতা:না দাম তো নরমাল। দাম তো অত বেশী ইয়া না  ।কই আর কে্উ কোনসময় বলে না  ।যে এটার দাম বেশী হইসে।ওইটা ্ইয়ে হইসে।এটা বাংলাদেশের

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।

[তৃতীয় ব্যাক্তি: কি ওষুধ?]

উত্তরদাতা:হ।

তৃতীয় ব্যাক্তি: ক্রয়ক্ষমতার বাইরে।

উত্তরদাতা:হে হে হে।

তৃতীয় ব্যাক্তি:আমাগোরে না জিজ্ঞেস করবেন।হেরে জিজ্ঞেস করেন।]

উত্তরদাতা:হা হা। এরকম কোন অবজেকশন মানে কোন কাস্টমার থেকে আমরা আসলে ও।বলে নাই।বা এরকম কোন ইয়া হয় না।

প্রশ্নকর্তা:মানে এমনি দাম কত করে?যে এন্টিবায়টিক যেগুলো আছে আর কি? যে গরুর এন্টিবায়টিক বলেন। বা পোল্ট্রির এন্টিবায়টিক বলেন  ।এগুলোর দাম আনুমানিক

উত্তরদাতা:হু, কোন জায়গয় ঘুরাইতেসে?

প্রশ্নকর্তা:মানে কি রকম দাম আর কি,এই যে এন্টিবায়টিক গুলো?আমরা তো যেমন জানি যে নরমাল যে হিউমেনের এন্টিবায়টিক গুলো যেগুলো  নরমাল ওষুধের তুলনায় একটু দাম বেশী। তো এই যে পোল্ট্রির ইয়ে গুলা আর কি।এগুলোর দাম কি রকম?

উত্তরদাতা:ওইতো পোল্ট্রি ডেইরি দুইটায়  মানুষের যেগুলা ওগুলার থেকে দাম।মানুষের তো আবার কতগুলা।

প্রশ্নকর্তা:মানুষের তো দাম বেশী আছে ওগুলো ওইগুলো না।

উত্তরদাতা:অনেকগুলা আছে।

প্রশ্নকর্তা:মানে এই যে নরমাল মেডিসিন এবং এন্টিবায়টিক মেডিসিন  ।এন্টিবায়টিক মেডিসিনের দাম কি রকম এই যে ভেটের জন্য আর কি ভেটেরনারি ?এনিমেলের?

উত্তরদাতা:আমরাতো আমাদের মনে হয় না ।বেশী ইয়াতো মনে হয় না আমার কাছে।আর বেশী মানে মানুষের যে ওষুধ গুলা আমরা মূল্যতালিকা দেখি যে ইয়া দেখি সেই হিসেবে ওটা অত বেশী বেশ কম অত বেশী ইয়া হয় না।

প্রশ্নকর্তা:তা আনুমানিক

উত্তরদাতা:ইনজেকশন আইটেমগুলা একটু বেশী ।ইনজেকশন যেগুলা দেয়।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা হে হে।যেমন কোনটা দাম একটু যদি একটু বলতেন দুই একটা?

উত্তরদাতা:যেমন আপনার সিপ্রোফক্সাসিন। আইটেমটার দাম একটু বেশী।তারপরে আপনার। এরকম ইয়া নাই। আসলে যে মানুষে বলে এরকম বলাবলিতে ,বলতে শুনিনা।বা যে এটা।এন্টিবায়টিক আছে যেমন থিলকোমাইসিন গ্রুপটা যেটা থিলভেট।হয়ত ওটার দামটা একটু বেশী।

প্রশ্নকর্তা:কত?

উত্তরদাতা:ওইটা দেহা যায় আটশ নয়শ ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতা:আপনার একশ এম এলের দাম

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা ।এটা এই ,কি গরুর জন্য?

উত্তরদাতা:হ্যা গরু।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতা:পোল্ট্রির জন্য ব্যবহার হচ্ছে তাই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা পোল্ট্রির জন্য ব্যবহার?

উত্তরদাতা:হ। একশ এম এলের জন্য ওইরকম।কিন্তু ওই গ্রুপগুলা ।ওই গ্রুপগুলা অত দেখতেসিনা।

প্রশ্নকর্তা:তো এই যে ,যে দামি যে গ্রুপগুলা আছে আর কি ওষুধের ,এন্টিবায়টিক ওষুধের ।এটা কি ওদের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যেই থাকে ?জনগনের?

উত্তরদাতা:অবশ্যই ।অবশ্যই ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:অবশ্যই।

প্রশ্নকর্তা:এরা কিনতে পারে

উত্তরদাতা:হ।কিনতে পারে।কিনতেসে।ডাক্তাররা বলতেসে তারাও কিনতেসে ।তারা কিনতেসে ।তাদের মধ্যে কোন ইয়া নাই।প্রতিক্রিয়া নাই।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:বাংলাদেশের কোন কিছুতে কোন প্রতিক্রিয়া আছে?আপনি দেখেন?

প্রশ্নকর্তা:ওহ আচ্ছা।

উত্তরদাতা:দশ টাকার চাউল পঞ্চাশ  টাকা ষাট টাকা  হইগেসে। তাও তো কিনতেসে।বিশ টাকার পেয়াজ আজকে ষাট টাকা  সত্তর টাকা দিয়ে কিনতেসে। প্রতিক্রিয়া আছে?

প্রশ্নকর্তা:হ্যা।

উত্তরদাতা:আর ইন্ডিয়াতে দেহেন দুইটাকা বাড়লে .গাড়ি ভাড়া দুইটাকা বাড়লে মিছিল মিটিং  শুরু হয়ে যায়।আমাগে দেশে গাড়ি ভাড়া ,দশ টাকার গাড়ি ভাড়া বিশ টাকা হয়ি গেসে। এখান থেকে স্টিশনে রিক্সা যাইতাম দশ টাকা।এখন চল্লিশ টাকা নিতাসে । তো কিছু বলার নাই ,কিছু বলাও যাচ্ছে না।কি করব।বাংলাদেশে কোন প্রতিক্রিয়া আছে না  কোন ইয়া আছে ।কেউ কিছু বলে না।

প্রশ্নকর্তা:কিন্তুপ্রতিক্রিয়া নাই জানলাম।কিন্তু আসলে কি এরা মানে ওই পরিমান টাকা খরচ করতে পারতেসে কিনা?তাদের নিজেদের।

উত্তরদাতা:ওই করতেসে।

প্রশ্নকর্তা:পোল্ট্রি বা নিজেদের,গরু ছাগলের পিছনে?

উত্তরদাতা:না অনেকেতো  ওই যে লোন উঠাচ্ছে।লোন নিতেসে।লোন উঠিয়া বিভিন্ন  ।এহন তো বিভিন্ন কায়দাতে লোন পাওয়া যাচ্ছে। তাই না?কেই ব্যাংকে দিচ্ছে।কেউ মহাজন থেকে নিচ্ছে।এখনতো বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে লোন পাইতেসে। তো লোন।কেউ লোন কইরা কইরা তারা করতাসে।আবার দেহা যায এগুলা বিক্রি কইরা ,হয়ত লাভ হইসে।ওই যে মুরগীর দাম  ।এখন আবার দেহেন মুরগীর যে দাম। বাচ্চার দাম এহন একটা বাচ্চা কিনতাসে পঞ্চাশ টাকা পঞ্চান্ন টাকা দিয়ে। পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন ব্রয়লার বাচ্চা। কিন্তু মুরগী বেচতাসে নব্বই টাকা করে কেজি। পচানব্বই টাকা করে কেজি।পায়কারি বিক্রি করতেসে।খুচরা বাজাওে একশ দশ টাকা পনের টাকা বিশ টাকা। কিন্তু পাইকারি যারা বিক্রি করতেসে তারাই ঠকতেসে। যারা তৈয়ার করতেসে কিন্তুতারাই ঠকতেসে।আর কিন্তু যারা কিনে নিয়ে বিক্রি করতাসে তাদের কোন ঠক নাই।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:যারা বাচ্চা্উৎপন্ন করতাসে  ।তাদের একটা বাচ্চার খরচ হয়তাসে কিন্তু পনের টাকা ষোল টাকা ।ব্রয়লার বাচ্চা।

প্রশ্নকর্তা:হুম হুম হুম।

উত্তরদাতা:একটা লেয়ার বাচ্চার খরচ হয়তাসে তাদের পনের ষোল  ।তারা বেচতাসে সত্তর আশি টাকা। গত বছর কিন্তু একশ বিশ টাকা ত্রিশ টাকা করে বেচসে,একটা বাচ্চার দাম। ব্রয়লার বাচ্চা এক একসময় সত্তর আশি টাকা হচ্ছে। কিন্তু সরকার দেখে না।এটা কেউ বলে না।কোন ডাক্তারও বলে না,কেউ বলে না। ।কোন যারা আছে।হ্যাচারিওয়ালারা এভাবে  কোটি কোটি টাকা কামায় নিয়ে যাচ্ছে থেকে।এই। কিন্তু বাচ্ছাটা বিক্রি করতে মুরগীটা যহন বিক্রি করতে যায় ,হঠাৎ করে দামটা ফলড করে।ফলড করলে তহন তাদের চালান শেষ।এভাবে অনেক কিন্তু নি:স্ব হয়ে গেসে গা।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা।

উত্তরদাতা:প্রচুর ফার্ম।এই যে বলতেসেন  বা এসব এলাকায় ফার্ম নাই।কোথায় গেসে ?এগুলা এভাবে নি:স্ব হয়ে গেসে গা।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতা:এহন দিয়া কর্মচারি রাখলে একটা দশ পনের হাজার টাকা লাগে খরচ।বিভিন্ন রকম খরচ দিয়ে পোষাইতে পারতেসেনা।বার বার লস  ।লস আর কত দিবে।দেহা যায় অহন আপনার থেকে লোন নিসে দুইলাখ টাকা।এটার ইন্টারেস্ট হইয়া আড়াইলাখ তিন লাখ হয়ে গেসে গা।দেহা যায় অহন জায়গা বেইচা ছাড়া কোন উপায় নাই। অনেকে ভিটা বাড়ি বিক্রি কইরা দিয়া পরে নি:স্ব  ।ব্যাস। ফামর্টা ভাইঙ্গা ছুইড়া অস্থির।

প্রশ্নকর্তা:তার মানে তো হয়সে

উত্তরদাতা:দুই একটা গরু পালতেসে।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা  তার মানে তো হইতেসে ধরেন এই যে ওষুধের দামটাও  যে পরিমান সে ওষুধ খাওয়াচ্ছে হুম ।যে,টাকাটা হয়তো সে লোন নিয়ে খাওয়াচ্ছে ।কিনতেসে ।কিন্তু আসলে কি তার ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আছে?লোন নিয়ে যেহেতু করতেসে তার মানেতো

উত্তরদাতা:ওষুধটা ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকলে ও তাদের,ওই যে বাচ্চার দামটা ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নাই ।ফিডের দামটাও ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নাই । আপনি পার্শ্ববর্তী রাস্ট্র ইন্ডিয়া আর বাংলাদেশে ফিডের দাম অর্ধেক বেশ কম । অর্ধেক বেশ কম ।কথা বুঝেন না বাংলাদেশে আর ইন্ডিয়া তে দেহা যায় অর্ধেক বেশ কম ।বাচ্চার দামঅর্ধেক বেশ কম । ওষুধের দাম কিন্তু বাংলাদেশ ইন্ডিয়া সেইম । যারা  ইন্ডিয়া থেকে আসতেসে বা ওষুধ আনতেসে বা ইয়া করতেসে ,তারা বলতেসে ওইখানে আর এখানে  ইন্ডিয়া আমাদের এখানে কিছু হিন্দু ফামার্র আছে । ।তারা তো ইন্ডিয়া তে যাই ।তো আইসা বলল যে না ওইখানে ওষুধের দাম আর এখানে ওষুধের দাম তেমন একটা ইয়া না ।হয়ত সামান্য ডিফারেন্স আছে ।কিছুডা ইয়া আছে । আর এখন যেহেতু দেশী কোম্পানিরা তৈয়ার করতেসে কম্পিটিশন ওষুধের মধ্যে ।কম্পিটিশন হইসে । আগে যারা দুইচারটা কোম্পানি তৈয়ার করসে  তারা কিন্তু দাম বেশী নিসে ।এখন যহন এত কোম্পানি নিয়ে আসছে তহন সবাই কিন্তু একটা লেভেলে চলে আসছে  ।কিন্তু বাচ্ছা আর ফিডের দামটা এভেইলএভেইলে আসতেসেনা এটা কিন্তু কিছু লোকের হাতে চলে গেসে ।

প্রশ্নকর্তা:তাইলে তো এতে

উত্তরদাতা:সবাই ।

প্রশ্নকর্তা:সেই ওই ব্যবসা পোল্ট্রির ব্যবসা ইয়া করতে গিয়ে তো সে নি:স্ব হয়ে যাচ্ছে ।

উত্তরদাতা:নি:স্ব হয়ে যাচ্ছে ।হ ।ডেইরি যে নি:স্ব হচ্ছে ।কারন ডেইরিতে আমরা ফিড খাওয়ায়তে হয়তেসে  ।ফিডের দাম যারা আসবে আইসায় মাথা যে আমাদের ফিডের দামতো অনেক বেশী ।

প্রশ্নকর্তা:তার মানে যে পরিমান ওরা খরচ করতেসে ,সে পরিমান ওরা সুবিধা পাচ্ছেনা?

উত্তরদাতা:সুবিধা পাচ্ছেনা ।

প্রশ্নকর্তা:তো এই যে যখন ওরা  যাই হোক কস্ট করে কিনতেসে  ।এন্টিবায়াটকটা ।বেশী দামদিয়ে কম দাম দিয়ে হোক  ।হয়ত একশ টাকার যে ওষুধটা আছে শুধু ওই একশ টাকার কিনলে তো হইতেসেনা ।তাকে আরো হয়ত ডাবল কোর্স কিনা লাগতেসে  বা আরো বেশী করে কিনা লাগতেসে ।তখন তো তার ওইযে খরচটা হচ্ছে  ।ওই পরিমান তারা খরচ করে যে সেবাটা  আবার বলতেসেন আপনি সেবা কিন্তু সেভাবেও পাচ্ছেনা । ।তাইলে ওরা কি আসলে সেভাবে কোর্সগুলো পুরা করতেসেনা? সম্পূর্ন করতেসে?

উত্তরদাতা:না দেহা যায়  যহন ।

প্রশ্নকর্তা:মানে কতদিনের মিনিমাম একটা এন্টিবায়টিক?

উত্তরদাতা:হয়ত আমরা বললাম যে চারপাচদিন খাওয়ান  ।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা

উত্তরদাতা:এখন দেহা যায় যে সে দুইদিন খাওয়ায়সে ,তারপর সুস্থ হয়ে গেসে  ।তহন আর সে করে না । টাকার চিন্তা করে ।

প্রশ্নকর্তা:তাহলে তো কোর্স টা সর্ম্পূন হয়লনা?

উত্তরদাতা:না হয় নাই,করে নাই ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।

উত্তরদাতা:বলল যে আমার তো আর এতটাকা খরচ কইরা লাভ কি এহনতো সুস্থ হয়ে গেসে এই ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।আচ্ছা ।তো এই

উত্তরদাতা:এখন তাকে আপনি জোর করে করাতে পারবেন না।

প্রশ্নকর্তা:এটা কেন করে? আসলে?

উত্তরদাতা:করে ওই যে বলল যে তাইলে আমার তো এতটি টাকা বাইচা গেলো ,চিন্তা করলযে ,আমার তো সুষ্থ হয়েগেসে গা।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা হ্য।

উত্তরদাতা:ওই যে বদ্দ একটা ধারনা আছে যে সুস্থ হয়ে গেসে আর দরকার নাই।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতা:কথা বুঝেননা?

প্রশ্নকর্তা:হ্যা হ্যা

উত্তরদাতা:সুস্থ হয়ে গেসে আর দরকার নাই।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা হ্যা

উত্তরদাতা:এই মানুষের বেলায় আপনি দেইখেন যে একজনের জ্বর হইসে  ডাক্তার বলল যে আপনি তিনচারদিন কমপক্ষে তিন থেকে পাচদিন কোর্স কইরেন। দুইদিনে প্যারাসিটামল খাইসে ,সুস্থ হয়ে গেসে আর খায় না।

প্রশ্নকর্তা:হাহা। আচ্ছা।মানে গরুত পালতেসে মানুষই।

উত্তরদাতা:হ হ হ ।সেই।

প্রশ্নকর্তা:তো কি মনে হয় যে ,যে এরা কোনটাকে ,আপনি কোনটাকে বেশী প্রাধান্য দেন আর কি?যখন কোন একটা রোগী আসল ,রোগী বলব ,খামারি আসল আর কি।খামারি আপনার কাছে আসল ,আসার পরে যখন সে সিমটোমগুলা বলল তখন আপনি কোনটাকে বেশী প্রাধান্য দেন?এন্টিবায়টিক ওষুধটাকে বেশী নাকি নরমাল ওষুধটাকে বেশী প্রাধান্য দেন?

উত্তরদাতা:না না আমরা নরমাল টা কে বেশী ইয়া করি। তাদেরকে বলি যে  ট্রিটমেন্টের চেয়ে প্রিভেনটিক ডোসটি ভাল । আপনি আগের থেকে কোর্স করেন আগের থেকে খাওয়ান তাহলে ভাল থাকবে।

প্রশ্নকর্তা:কিন্তু আগের যে প্রিভেনটিক যে ডক্সোসাইক্লিন দেখাইলেন আর কি ওইটাও তো এন্টি

উত্তরদাতা:ওটা টিওটমেন্ট। ওটা আমরা নরমাল ট্রিটমেন্টের জন্য আমরা দিই।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ডক্সোসাইক্লিনটা?

উত্তরদাতা:হ হ হ।এটা নরমাল ট্রিটমেন্টের জন্য দেই।আমরা বলি যে ওই যে আমরা ভ্যাক্সিনেশনটা মেইন হচ্চে প্রিভেনটিক ডোস।যে ভ্যাক্সিনেশন করেন ,শীতকাল আসছে ,পর্দাটর্দা ফালাই রাইখেন ।তাপমাত্রা ওইভাবে দিয়েন ,ঘর পরিস্কার রাইখেন।ওই জিনিসগুলা হইতাসে মেইন ।আর ভিটামিন খাওয়ান। সুস্থ থাকবে, ইয়া থাকবে ।এটাকে বেশীরভাগ এখন ইয়া করা হয় ।বেশীরভাগ ইয়া করা হয়।

প্রশ্নকর্তা:বেশী প্রাধান্য দেন।কিন্তু এই যে যেমন ইয়া প্রিভেনটিভ যেটা দেন আর কি।প্রিভেনটিভ যেমন একটু আগে বলসিলেন ডক্সিসাইক্লিন।তো ডক্সিসাইক্লিন তো একটা এন্টিবায়টিক না?

উত্তরদাতা:হু ।

প্রশ্নকর্তা:তো এই যে ,যে যদি আগে থেকে ইয়েটা নেয় আর কি প্রিভেনটিভ টা নেয় । তো প্রিভেনটিভ সবগুলা কি এন্টিবায়টিক?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নকর্তা:ওই ডক্সিসাইক্লিন  এন্টিবায়টিক। ।

উত্তরদাতা:হ।

প্রশ্নকর্তা:ডক্সিসাইক্লিন  কোন প্রিভেনটিভ হিসেবে কাজ করে  কোন রোগের?

উত্তরদাতা:ডক্সিসাইক্লিন হয়সে যে আপনার ওই যেযাতে হালকা মানে ঠান্ডাঠুন্ডা না আসে।আগে থেকে শরীরের একটা এন্টিবডি ইয়া তৈয়ার করে। এই জন্যে আর কি।

প্রশ্নকর্তা:এটার জন্যে না?

উত্তরদাতা:হ। এটার জন্যে যাতে

প্রশ্নকর্তা: তো এখানে কি ওরা এই কোসর্টা সম্পূর্ন করে আসলে?

উত্তরদাতা:করে তিনচার দিন খাওয়ায়।তহন তো দেহা যায় এটার খরচ কম।এটার দামও কম।একশ গ্রামের

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা  ।এটার দাম কত?

উত্তরদাতা:একশ গ্রামের দাম মাত্র একশ ত্রিশ টাকা। একশ গ্রাম।একশ গ্রামে দেহা যায় দুইশ লিটার পানি খাওয়ায়তে হয়। তাইলে দেহা যায় একহাজার মুরগি হইলে তার একশ পয়ত্রিশ ত্রিশ টাকা দিয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। যেটা ভাল।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা হ্যা । তাইলে যেটা বলছিলাম আরকি এন্টিবায়টিক এবং অন্য ওষুধের মধ্যে পাথর্ক্য কোন জায়গায়?মানে এন্টিবায়টিক ওষুধ ভেটের আর ভেটের নরমাল ওষুধ,এই দুইটার মধ্যে পাথর্ক্য?

উত্তরদাতা:না এখন যখন একটা জিনিসের এন্টিবায়টিক ইউস করা হয় । তখন এক্ষেত্রে দেখা যায় একটা রোগ যেমন দুধের গরুরে খাওয়ায়ল ।ওটা কিন্তু তিনদিন ,সাতদিন,দশদিন ,একুশ দিন কিন্তু দুধ খাওয়া যাবে না। ঠিক আছে?

প্রশ্নকর্তা:হ্যা হ্যা ।

উত্তরদাতা:একটা মুরগীরে এন্টিবায়টিক ইউস করল দেহা যায় এটা সাথে সাথে মাকের্টে বিক্রি করাযাবে না। সাত তিনদিন বা পাচদিন মাংস খাওয়া যাবে না। এরকম অবস্থা।যার জন্যে ওই যে প্রিভেনটিক ইয়া হিসেবে যদি নরমাল ডোস গুলা তারা ওইভাবে আগের থেকে ওইডা কইরা যায় ।তাইলে কিন্তু এই জিনিসটা আর তাদের উপর পড়ে না।যার জন্যে এত ইয়া পড়ে না।এগুলা চিন্তা করি এটা ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা হ্যা।তার মানে এই যে নরমালওষুধ ,এন্টিবায়টিক ওষুধের মধ্যে পাথর্ক্যটা কোন জায়গায়?

উত্তরদাতা:না পাথর্ক্য হইসে ওই যে তহন ডাক্তাররা বলবে আমাদেরকে যে এই কড়া ওষুধগুলো আমাদেরকে দেন।এই ওষুধগুলো দেন।ওই যে একটা ডাক্তার এখন রিং করল ।যে ইনজেকসন দেন আমি বললাম যে স্যার এটা ,এটাকে দিই।কারন নরমাল কিছু ইনজেকসন আছে আমরা ওটাকে দিতে চেস্টা করি।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:এখন ওটাই কো যখন বলসে আমার গাভী ।তখন আমরা বুঝসি যে ওটা দুধের গাভী।এটাকে দিলে দুধ কমে যাবে।কিনতু ওদের পেটে বাচ্চা আমাকে বলে না।আমি জানি না।এখন আবার বলতেসে

প্রশ্নকর্তা:তার মানে নরমাল মেডিসিন দিলে অসুবিধা নাই ,দুধও নিতে পারবে ওরা।

উত্তরদাতা:হ নিতে পারবে।সাড়ি যাবে।

প্রশ্নকর্তা:কিন্তু এন্টিবায়টিক দিলে ওইটা নেয়া যাবে না?

উত্তরদাতা:হ ।নেয়া যাবে না ।এন্টিবায়টিকে লেখা আছে ।যেমন সালফার ড্রাগ এটা একটা এন্টিবায়টিক। ওটার মধ্যে লেখা আছে সাতদিন মাংস খাওয়া যাবে না ।সাতদিন দুধ বিক্রি করা যাবে না। প্রত্যাহার কাল। এই জিনিসগুলা আছে ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।পাথর্ক্যটা আপনি বলতেসেন এই জায়গায় আর কি।

উত্তরদাতা:এই জায়গায়।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা যখন কোন রোগী আরকি,খামারি যদি আসে আপনার কাছে প্রেসক্রিপসন ছাড়া এন্টিবায়টিক চাইতে আসল,কোন মুরগির জন্য বা কোন গরুর জন্য বা অন্য কিছুর জন্য

উত্তরদাতা:না তখন এই যে

প্রশ্নকর্তা:তখন আপনি কি করেন?

উত্তরদাতা:না তখন সে বলে যে আমাকে এন্টিবায়টিক মানে কি সে বলে যে আমি এতদিন আগে তো এটা খাওয়ায়ছি । এখন খামরিরা যখন এটা পাইলতে থাকে ।তখন তাদের একটা অভ্যাস হইয়া যায় গা । তাদের মুখস্থ হয়ে যায় গা ।যে আমি ওটা ওষুধটা খাওয়ায়ছি অমুক ডাক্তার আগে দিসে আমার কাজ হইসে ।এই রোগীটার জন্য এখন আবার সেইম রোগটা হইসে। আপনি কি মনে করেন বা কি।ঠিক আছে তোমার এখন রোগ হইসে হয়তো বলে যে একটু একটু হইসে ,তহন বলিযে আপনার কোর্স ইয়া করি দিই ।নরমাল কইরি দিই ।যেটা হয়তো ডাক্তারে দিসে ।কইসে এক গ্রাম এক লিটারে খাওয়াও ।তো আমরা বলি যে দেখেন তুমি এক কাজ কর নরমালভাবে খাওয়াও ।এক গ্রাম দুই লিটারে খাওয়াও।তাইলে তোমার খরচ কম হবে। আর দেহা যায় রোগটা অনেক তাড়াতাড়ি সেড়ে গেলো ।আর হইলো না।

প্রশ্নকর্তা:মানে দিয়ে দেন কিন্তু ওইটাকে ডোসটা একটু ইয়া কমবেশী করে দেন আচ্ছা।

উত্তরদাতা:কমবেশী দিয়ে দিই ।নরমাল কোর্স।

প্রশ্নকর্তা:তাইলে আমরা এবার রিস্ক নিয়ে একটু কথা বলতে চাচ্ছি ।যে রোগ প্রতিরোধ করার জন্য আর কি ।এই এন্টিবায়টিক কিভাবে কাজ করে?এন্টিবায়টিক যখন কোন গরুকে বা পোল্ট্রিতে ইউস করবেন ।তখন এটা কিভাবে কাজ করে ?গরুর মধ্যে কিভাবে কাজ করে?ওইযে পোল্ট্রির মধ্যে কিভাবে কাজ করে বা

উত্তরদাতা:প্রিভেনটিক?

প্রশ্নকর্তা:না মানে এন্টিবায়টিকের কাজটা কি?

উত্তরদাতা:এন্টিবায়টিক হইসে আপনাকে যেমন আপনার রোগ হইসে শরীরে রোগ আসছে ।ইয়া আসছে ।এটাকে মানে রোগটার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে আর কি ।এন্টিবায়টিকটা ।রোগটার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা ।তাকে সুস্থতা

প্রশ্নকর্তা:কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে এটা বেশী প্রযোজ্য হয়?

উত্তরদাতা:কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে যেমন একটা গরু দেহা যায় খানা দানা বন্ধ কইরা দিসে । খাইতেসেনা ,কাপতেসে ।হ্যা। হয়তো মুখে দিয়ে লালা পড়তাসে ।মাথা ফুইলা গেসে গা এরকম হইলে তখন বুঝা যাই যে .ডাক্তাররা তখন বলে যে না এটা এই এন্টিবায়টিক গুলা লাগবে ।এগুলা দিলে তহন তিন,পাচদিন ,তিনদিন চারদিন পাচদিনের দিন গোসল করলে তারপর হয়ে যায় ।তখন তারা ওই যে বিভিন্ন প্রিডিকশনারি লেস আছে।হ্যা ।এমকক্স আছে ।ওইসব জাতীয় ইনজেকসন গুলা তারা ইউস করায় আর কি ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা ।তার মানে ওইসব রোগের ক্ষেত্রে এান্টবায়টিকটা ইয়া আরকি

উত্তরদাতা: হ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।এদের মধ্যে কোন গ্রুপের ওষুধটা বেশী ভাল ?এন্টিবায়টিক ওষুধ আর কি ।এই যে গরুর ই ক্ষেত্রে বলেন বা পোল্ট্রির ক্ষেত্রে ।মানে আপনার অভিজ্ঞতাটা তো অনেক বেশী ।এটার জন্য।

উত্তরদাতা:না ওই তো।

[[তৃতীয় ব্যাক্তি: ওষুধের প্যাকেটটা একটু দেন না। যে ইনজেকশন টা আপনি দিতে বলসেন ।এটাতো গর্ভবতীগরুরে দেয়া যাইবোনা।

উত্তরদাতা:ওই বেডা রাখ। আমি ওনার সাথে কথা বলি।এগুলা বাদ দে।ওটাতো লিখা আছে।

তৃতীয় ব্যাক্তি: এটার নাম আপনাকে বলসেনা।

উত্তরদাতা:বলসে আপনি এক কাজ করেন ।ওনাকে দেখাইয়া জ্বর মাপাইয়া

তৃতীয় ব্যাক্তি: না এটার ছবি তুলে নিয়ে বলবযে আপনি যে ওষুধটা নিতে বলসেন ,এটাতো গর্ভবতী গরুরে পোস করা যাবেনা। তাইলে আপনি

উত্তরদাতা:না পুস করা যাবে না এটা না ।আপনের এটা গর্ভবতী আর ইয়া না।এখন আপনার ওটা যেহেতু আপনি বলতেসেন জ্বর ।ওনি বলতেসে রক্ত প্রসাব।রক্ত প্রসাবের জন্য ।এটা ওনার সাথে আপনি আগে কথা বলেন।যে স্যার আমার তো রক্ত প্রসাব না আমারটা হইসে জ্বর।এটা বলেন ।তাইলেতো বুঝব উনি ।আপনার গরুর হইসে আপনি বলতাসেন জ্বর। উনি বলতেসে রক্ত প্রসাব। তাইলে আপনি যে আমাদের রক্ত প্রসাবের ইনজেকশন দিচ্ছেন আমিতো এটা আনি নাই।রক্ত প্রসাবতো আমার এটা না।আমারতো গরুর রক্ত প্রসাব হয় নাই।গরুর হইসে জ্বর।তারপর আপনি উল্টা ওষুধ বলসেন কেনো?এখন কি উনি আরেকজনের ইনজেকসন আপনাকে দিচ্ছে নাকি?আবার হয়ত আরেক জায়গায় ইনজেকসন আরেক গরু ট্রিটমেন্টে গেসে ।আপনি ইনজেকসন করসেন হয়তো বুঝতে পারে নাই।এরকমতো হইতে পারে ।যার জন্যে ডাক্তার যখন বাড়িতে আসবে প্রেসক্রিপসন লেখায় লইবেন।এখন ওনার হাজার হাজার আছে ।আপনারা এটা বুঝেননা ? নাকি আপা?]]

প্রশ্নকর্তা:হে সেটাই সেটাই।

উত্তরদাতা:এখন ওনারা অনেক পাবে।একটা ডাক্তার যখন বাহির হয় সাত আটটা ফার্মে যায়।এটা থাকার কথা না।

প্রশ্নকর্তা:থাকার কথা না।আমরা যেটা বলতেসিলাম তাহলে যেটা বলতেসিলামআর কি যে,এন্টিবায়টিক কোন এন্টিবায়টিক গুলা বেশী ভাল আর কি?ভালভাবে কাজ করে? কোন্ গ্রুপের এন্টিবায়টিক?

উত্তরদাতা :এহানে আমাদের দেশে এহন সিপ্রোফক্সাসিনটাই বেশী ।

প্রশ্নকর্তা:ভাল কাজ করে?

উত্তরদাতা:ভাল কাজ করে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।আর এান্টবায়টিকের কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা এর কম কিছু আছে কিনা?বা হ্যা

উত্তরদাতা: না পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তো কোন দেখতেসিনা।

প্রশ্নকর্তা:মানে সাইড ইফেক্ট আর কি।

উত্তরদাতা:সাইড ইফেক্ট?না।সাইড ইফেক্ট ওই যে বললাম যে প্রত্যাহার কাল। ওটা যদি মেইনটেইন করা হইলে তো আর কোন সমস্যা হয় না।

প্রশ্নকর্তা:ওটাতো ইয়া কিন্তু

উত্তরদাতা:মানুষ ,ইয়ার জন্য ।হ।খাওয়ার জন্য,ইয়ার জন্য ।এমনে কোন সমস্যা দেখসিনাতো ।

প্রশ্নকর্তা:মানে গরুর মধ্যে কোন এন্টিবায়টিক প্রয়োগ করার পরে গরুর মধ্যে কোন সাইড ইফেক্ট থাকে না?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নকর্তা:সাইড ইফেক্ট হয় না?

উত্তরদাতা:সাইড ইফেক্ট হয় না। এটাতো মানুষ না।মানুষের মধ্যে বুঝা যায় । গরু তো গরুই।গরুর ইয়াতো আমরা বুঝতেসিনা কিরকম।ডাক্তাররাও বুঝতেসেনা।গরু দেহা যায় সুস্থ হয়ে যাচ্ছে। মুরগি দিসে হয়তো মুরগী সুস্থ হয়সে এই।

প্রশ্নকর্তা:সাইড ইফেক্টটা বুঝা যায় না

উত্তরদাতা:সাইড ইফেক্টটা বুঝা যায় না।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।তাহলে আমরা এই যে বলতেসি এন্টিবায়টিক রেসিস্টেন্স আর কি।এই এন্টিবায়টিক রেসিস্টেন্স সম্পর্কে একটু জানতে চাচ্ছি।আপনার কাছ থেকে।

উত্তরদাতা:এন্টিবায়টিক রেসিস্টেন্স বলতে যেটা আপনি বারবার ইউস করতেসেন একটা জিনিস।বারবার ইউস করতেসেন। শরীরে তাই না দেহা যায় আপনি গরু উঠায়সেন ,গরুরে কয়দিন পরপর ইনজেকসন এটা ওটা ,এন্টিবায়টিকগুলা বেশী বেশী করতেসেন ,ইয়া হচ্চেন। তখন একটা ইনজেকসন যখন বারবার করা হচ্ছে ,একটা ইনজেকসন বারবার দেয়া হচ্ছে তো এইটাতে স্টেনথ ক্ষমতা হারায় ফেলবেই।কড়া এন্টিবায়টিক ।আপনের দেহেন না এখন দরকার হইসে হালকা একটা হয়ত এমোক্সাসিলিন ইনজেকসন ব্যবহার করা এমোক্সাসিলিন।আপনি গেলেন গা সালফার ড্রাগে ।ধরে হাই এন্টিবায়টিকে চলে গেলেন ।

প্রশ্নকর্তা:হুম হুম হুম ।

উত্তরদাতা:তখনতো এটা স্টেনথ ক্ষমতা হারায় ফেলবে।তখন আপনি নরমাল ইনজেকসন দিলে কাজ হবে না। স্টেনথ ক্ষমতা হারায় ফেলবে।পোল্ট্রিতে ও একি অবস্থা । মানুষেরও একি অবস্থা আপনি ধরেই যদি প্রথমে চলে যান গা হ্যা। কড়া একটা এন্টিবায়টিকে ।নরমাল ওষুধ দিয়া আপনি ট্রিটমেন্ট না কইরা আপনি দেহা যায়, কড়া একটা এন্টিবায়টিকে গেলেন গা।তহন তো এটা স্টেনথ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে।রিস্টেনথ আর থাকবেনা। এই।এজন্যে পদ্ধতিটা ওইভাবে ইউস করা যায় । আমাকে নরমাল দিয়ে আস্তে আস্তে ইউস করে গেলে ,ট্রিটমেন্ট করলে তহন আর ওইরকম ইয়া হয় না ।

প্রশ্নকর্তা:ওইরকম সমস্যা হবে না।

উত্তরদাতা:সমস্যা হবে না।এই আর কি ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।সঠিক নিয়ম মেনে আরকি ,যে এন্টিবায়টিক ব্যবহার করা যেভাবে কোর্স আছে ,যেভাবে ডোসগুলা দেয়া হয়। ওইভাবে করার ক্ষেত্রে এই যে খামারিদের কি কি চ্যালেঞ্জ ফেস করতে হয়?

উত্তরদাতা:আসলে সব খামারি সঠিকভাবে কোর্স মে্ইনটেইন করে না।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা ।

উত্তরদাতা: মে্ইনটেইন করে না।আপনার কোনটা লেখা আছে পাচদিন ,কোনটা লেখা আছে সাতদিন ,তিনদিন । ওই যে বললাম না,হয়ত যে দুইদিন খাওয়ায়সে বা তিনদিন খাওয়ায় সে আর খাওয়ায়তে আগ্রহী না। তার ভাল হয়ে গেসে গা । শেষ । এই। তারা সঠিকভাবে মেইনটেইন করতেসেনা ।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা ।সেটা মানে তাদের কাছে চ্যালেঞ্জ একটা বলসিলেন এর আগে

উত্তরদাতা:হুম।

প্রশ্নকর্তা:কথা ধরেই বলি ,যে বলসিলেন ওদের কর্মচারির মাধ্যমে যদি দেয় । তখন হচ্ছে মেইনটেইন করা সম্ভব হয় না।

উত্তরদাতা:হুম ।একটা তো আছেই ।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা এটা ছাড়া আরকি কারন হইতে পারে ।ওরা মেইনটেইন সঠিকভাবে কোর্স মেইনটেইন না করার আর কি।

উত্তরদাতা:এখন তারা ওই যে যেটা হচ্ছে যে হয়ত দেখা যায় আমি আমার গরুতো দুধ দিচ্ছে দশ কেজি । আমার দেখা যাচ্ছে ওষুধ অনেক খরচ হয়ে চলি যাইতেসে । খরচটা চিন্তা করে যে আমার যদি এই কোর্সটা করতে যায় তাইলে আমার এখানে হয়তো দশ হাজার টাকা খরচ হয়ে যাবে ।আমার অনেক লস হয়ে যাচ্ছে। এখানে যদি আমি পাচ হাজার টাকা দিয়া দুইদিনের কোর্স হয়ে গেলে যদি আমার সুস্থ হয়ে যায় ।তাইলে আর তারা ওই বাকি পাচ হাজার খরচ করতে চায় না। টাকাটা খরচ করতে চায় না। টাকাটাকে তারা প্রাধান্য দিচ্ছে বেশী ।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা প্রাধান্য দিচ্ছে।

উত্তরদাতা:তো পোল্ট্রির বেলায় ওই একি অবস্থা। পোল্ট্রি ডেইরি একি অবস্থা্এটাই।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা হ্যা এটাই। এখন আমরা একটু নীতিমালা সম্পর্কে কথা বলব আর কি ।আপনার কি এখানে কোন নীতিমালা সম্পর্কে জানা আছে যেটা কন্ট্রোলিং বডি আছে কি না এখানে , রেগুলেটরি বডি আপনাদের এখানে যে এন্টিবায়টিক দেয় এগুলা পর্যবেক্ষন করতে কোন পর্যবেক্ষক সংস্থা আছে কিনা?

উত্তরদাতা:সংস্থা বলতে আপনার যারা ড্রাগে আপনার ড্রাগ লাইসেন্স যেখান থেকে ইয়া দিচ্ছে আপনার ওই ড্রাগ অফিস যেটাকে বলে ।ড্রাগ অফিস থেকে মাঝে মধ্যে লোকজন আসে। তারা আইসা দেইখা যায় বা ড্রাগ লাইসেন্স আছে কিনা । হ্যা । তারপরে তারা ওষুধগুলা দেখেযে আসলে এডা কোন কোন কোম্পানির কি ওষুধ ?ঠিকমত ওষুধগুলো ইয়া আসে নি এগুলো তারা দেখে সংরক্ষনটা বা ইয়েটা ।এই।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। কিন্তু এন্টিবায়টিক স্পেশালি দেখে কি না?এন্টিবায়টিক?

উত্তরদাতা:হু হু দেখে।

প্রশ্নকর্তা:কি দেখেএন্টিবায়টিকের?

উত্তরদাতা:ওইতো বোতলগুলো নামায় তারা দেখে যে এটা আসলে এটা কোন কোম্পানির? বা কি? এটার ডোসটা ঠিক আছে কিনা?এভাবে দেখে হয়তো তারা ইয়া কইরা। আর তারা তো তখন তারা বলে যে কোম্পানির থেকে তারা স্যাম্পল নিয়ে আসে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতা:তারা আমাদের দোকান থেকে বেশী ইয়া না করে তারা কোম্পানিতে চলে যাচ্ছে বেশীরভাগ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।ওই স্যাম্পল নিয়ে এসে আপনার হইল মিলায় দেয়।

উত্তরদাতা:হ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা টেস্ট করে।

উত্তরদাতা:হ ।মিলায় ।আর তারা কোম্পানিতে আইসা টেস্ট করে ।তারাই বলে যে আর কোম্পানি সবচেয়ে বেশী আপনি যখন ড্রাগ লাইসেন্স টা প্রতি বছরবছর রিনিউ করতে যাবেন রিনিউ করতে গেলে তারা ওই যে কোম্পানি কে বলে যে আপনার এইএই ওষুধগুলা নিয়ে আসেন। ওইগুলা আবার তারা টেস্ট কইরা দেখে যে আসলে ওষুধগুলা ঠিক আছে কিনা ।এটা তারা বলে আমাদের সাথে। আমরা যখন জিজ্ঞেস করি যে ড্রাগ লাইসেন্স যারা দেয় তারা বলে যে আমরা তো টেস্ট করি ।তাইলে আমাদের কেন তারা দেখে যে এগুলা ঠিক আছে কিনা ।এই।

প্রশ্নকর্তা:সরকারি কোন এইরকম নিয়ন্ত্রন সংস্থা আছে যে এগুলা ড্রাগ কোম্পানি ইয়া এন্টিবায়টিক মেডিসিন দেখাশুনা করে আপনাদের এখানে? পর্যবেক্ষন করতে আসে এরকম?.

উত্তরদাতা:ওই যে ওইটা ওই এরিয়ার দেখে।

প্রশ্নকর্তা:ওরাই সরকারি?

উত্তরদাতা:ওড্াই সরকারি। সরকারি ড্রাগ লাইসেন্স যারা

প্রশ্নকর্তা:তো আপনার কি মনে হয় এন্টিবায়

উত্তরদাতা:ওষুধ প্রশাসন যারা ,ওষুধ প্রশাসক কর্ম

প্রশ্নকর্তা:ওষুধ প্রশাসন আচ্ছা আচ্ছা।ওইখান থেকে আসে আর কি।

উত্তরদাতা:ওইখানের লোকজন আসে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।আপনার এইরকম কোন নৈতিক নীতিমালা সম্পর্কে জানা আছে?এন্টিবায়টিকের ব্যবহার নিয়ে আর কি।এইরকম কোন বাংলাদেশে কোন নৈতিক নীতিমালা আছে এন্টিবায়টিক ব্যবহার নিয়ে?

উত্তরদাতা:ওইতো আমরা যখন লাইসেন্স করতে যায় তখন তারা আমাদেরকে বলে দেয় লাইসেন্স করতে যায়।

প্রশ্নকর্তা:নানা ওইটাতো বলে দেয় আপনাদেরকে।কোন নীতিমালা আছে কিনা এন্টিবায়টিক ব্যবহার নিয়ে?

উত্তরদাতা:না না ।ব্যবহার নিয়েওই যে ব্যবহারটা তারা আমাদেরকে বলে ওষুধ প্রশাসন থেকে বলে ।যে আমাদেরকে এই নীতিমালা ওইটা বলে আর কি।ওষুধ প্রশাসন থেকে

প্রশ্নকর্তা:কিন্তু কোন কাগজপত্র নীতিমালা আছে কিনা ?ওইটাতো ওরা বলে দেয় আর কিআপনাদেরকে।

উত্তরদাতা:না ওইটা বলে দিচ্ছে।আর আমরা যখন লাইসেন্স টা যখন করসি লাইসেন্স টা করি করতে যায় ।ওইটার অপর পিঠে একটা কাগজ আছে ,ওইটার মধ্যে লেখা আছে।যে ওটা ওই যে ডাক্তারের প্রেসক্রিপসন ছাড়া বা ডাক্তারের ইয়ার জন্য কোন এন্টিবায়টিক ইউস করতে হইলে ডাক্তারেরপরামর্শ নেয়ার জন্য তারা বইলে দেই।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতা:যে যেটা ডাক্তারের পরামর্শ নিবেন ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করি তারপর ওইভাবে ব্যবহার করি এন্টিবায়টিকগুলা। এন্টিবায়টিকগুলা সরাসরি ডাক্তারের সাথে পরামর্শ কইরে এটা ব্যবহার করার জন্য তারা বলে। যেডা কারন হাই এন্টিবায়টিকগুল তো ব্যবহার ওইভাবে করা ওইভাবে ঠিক না। তারা বলে যে ওইভাবে আপনারা বিক্রি করবেন ঠিক আছে ।কিন্তু ওটা ডাক্তারের ইয়া নিয়েন।কিছু ডাক্তারের নাম্বার রাইখেন ।কিছুডাক্তার এবং তারা বলে যেএখানে পার্শ্ববর্তী যেসব হাসপাতাল আছে ওদের সাথে যোগাযোগ রাখবেন ।এখানে আমাদের পার্শ্ববতী দুইটা হাসপাতাল আছে।যার জন্যে আমাদের আর এত ইয়া হয়না। আর এখানে মহাখালি তেইকা প্রচুর ডাক্তার চইলা আসে।,বিভিন্ন জাগার থেকে।এখন ডাক্তাররা প্র্যাকটিস করতাসে চর্তুদিকে ।যার জন্যে আর এত সমস্যা হয় না।

প্রশ্নকর্তা:তো আপনার কি মনে হয় কিছু সেবাদানকারি আছে আর কি যারা অযৌক্তিক ভাবে যেটা দরকার নাই তারপরেও এন্টিবায়টিক দিচ্ছে রোগীদেরকে রোগী বলতে খামারিদেরকে আরকি?পশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতেসে এনিমেলের?

উত্তরদাতা:এটা করতেসে আপনার ওই যে যারা কোয়াক ডাক্তার আছে, যারা কিছু কোয়াক ডাক্তার আছে।কোয়াক ডাক্তার এটা করতাসে।

প্রশ্নকর্তা:করতেসে কিন্তু?

উত্তরদাতা:কোয়াক ডাক্তাররা।

প্রশ্নকর্তা:তার মানে

উত্তরদাতা:ওটাতো তারা আমাদের এখানে আসতেসেনা।তারা দেহা যায় ব্যাগে ভইরা নিয়া নিয়া বিক্রি করতাসে।

প্রশ্নকর্তা:ওহ আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতা:কোয়াক ডাক্তার আছে কিছু। আপনার যেমন হয়তো কোম্পানিতে পোলাপাইন চাকরি করসে। এখন চাকরি ছাইড়া দিয়া তারা নিজেরা খামারিতে হুন্ডা নিয়ে নিয়ে দৌড়াচ্ছে। সে নিজে যাইয়া যাইয়া হইত এভাবে ব্যবহার করতাসে।

প্রশ্নকর্তা:তো এটা কি এই আরবান এরিয়াতেও আছে এরকম?

উত্তরদাতা:হ্যা আছে। হ্যা ।এটা খামারে গেলে আপনাকে ইয়ে করতে পারবেন। এটা খামারে গেলে ওরা বলতে পারবে।নামগুলা।যে কিছু লোক আছে।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা ।তো কেন এগুলা করে ওইটা?

উত্তরদাতা:ওইতো গ্রামলেভেলে ও তো আপনি দেখসেন মানুষের যেরম কোয়াক ডাক্তার আছে তারা ব্যাগে কইরা কইরা ওষুধ নিয়ে যায়া মানুষকেপুশ করতাসে।দিতেসে,ইনজেকসন দিচ্ছে,এই দিচ্ছে ,সেই দিচ্ছে।

প্রশ্নকর্তা:পশুর ক্ষেত্রে আর কি

উত্তরদাতা:পশুর ক্ষেত্রে এটা করতেসে তারা ।

প্রশ্নকর্তা:কেন করতেসে?

উত্তরদাতা:করতেসে তারা ইনকামের জন্য ।তার সংসার চালাইতে হবে ,ইনকাম চালাইতে হবে।ইনকাম করতে হবে। তার তো অন্যকোন চাকরি নাই।অন্যকোন কাজ নাই।একটা লোক হয়ত চাকরি পাচ্ছে না ,কাজ পারতেসেনা।একটা লোক দেহা যায় কোম্পানির চাকরি করসে ,কোম্পানি তাকে বিদায় করে দিসে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতা:তাকে হয়তো ওভাবে বেতন দিচ্ছেনা ।সেলারি ।অথবা কোম্পানি টার্গেট দিসে যে মাসে তুমি এক লাখ টাকা বিক্রি করতে হবে ।এ শর্তে এক লাখ বিক্রি করতে পারতেসেনা।এক লাখ.দুইমাস.একমাস .দুইমাস পরে তাকে ছাটাই করে দিসে ।মানে সে কি করবে।তখন সে বাধ্য হইয়া হয়ত যুব উন্নয়ন থেকে বা বিভিন্ন ইয়া থেকে ট্রেনিং নিল তিন মাস ,ছয় মাস বা এক মাস।কিভাবে ট্রেনিং নেয় সে সেই শুরু করে দিলো তখন সে যাইয়া বসে দেখল যে একটা গরুর জ্বর হইসে এটা হইসে সেটা হইসে।সে ব্যস তিন চারটা এন্টিবায়টিক একসাথে চার পাচটা এন্টিবায়টিক একসাথে ইউস করে দিল। ব্যবহার করে দিলো।গরু তো গরু দেখল ভাল হইয়া গেসে গা।ইয়াও খুশি।

প্রশ্নকর্তা:রোগী মানে রোগীর মালিক খুশি আর কি।

উত্তরদাতা:রোগীও খুশি ,পিসিও খুশি, মালিক খুশি।এহন মালিক বলতেসে আমার এমবি বি এস ডাক্তার এর চাইতে এই ডাক্তার ভাল। এই।

প্রশ্নকর্তা:তার মানে নিজের আর্থিক সুবিধার জন্য অনেকে এরকম

উত্তরদাতা:করতেসে।

প্রশ্নকর্তা:এন্টিবায়টিক অযথায় প্রেসক্রিপসন করতেসে।

উত্তরদাতা:প্রেসক্রিপসন করে না তারা ডাইরেক্ট নিজেরা ইউস করে দিয়ে আসে।

প্রশ্নকর্তা:ওহ!নিজেরা দিয়ে আসে ,না মানে

উত্তরদাতা:দেখা যাচ্ছে যে ফলে তাদের ডকুমেন্টস দিবে না।

প্রশ্নকর্তা:ডকুমেন্টস দেয় না?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা ।তাহলে এইরকম কি আপনি জানেন যে ভোক্তার অধিকার সম্পর্কে?মানে কিছু আছে যে কনজিইমার রাইটস ,ভোক্তার অধিকার ,ক্রেতার অধিকার ? বাংলাদেশে

উত্তরদাতা:বাংলাদেশে তো এটা আছে আমরা শুনি বা পেপার পত্রিকাতে পড়ি বা ইয়াতে পড়ি ।যে একটা আইন আছে কিন্তু আইন তো আর বাস্তবায়িত হচ্ছে না ।আপনি বলতাসেন হাইটা হাইটা রাস্তায় বাসে বিভিন্ন জায়গায় সিগারেট খাওয়া যাবে না ।কিন্তু খাচ্ছে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।

উত্তরদাতা:এটার প্রয়োগতো হচ্ছেনা ।আ্ইনতো আছে।

প্রশ্নকর্তা:মানে একটা আইন আছে কিন্তু এটার কোন প্রয়োগ হচ্ছে না।

উত্তরদাতা:প্রয়োগ হচ্ছে না।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা তাহলে এই যে ইয়া প্রেসক্রিপসনে আরো কিভাবে সুন্দর করে লিখলে রোগীরা ঠিকমত ওই যে দুইদিনের জায়গায় তারা ফুলকোসর্টা ফিলআপ করবে আরকি?এন্টিবায়টিক?কিভাবে লিখতে হবে?

উত্তরদাতা:ওইটা কম্পিউটারে আপনাকে ম্যানেজ করতে হবে ।ডাইরেক্ট কম্পিউটারাইজ করতে হবে।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা।

উত্তরদাতা:কম্পিউটারে ডাক্তাররা যদি প্রেসক্রিপসন গুলা করে

প্রশ্নকর্তা:হ্যা।

উত্তরদাতা:কম্পিউটার থেকে বাইর কইরা দেয়

প্রশ্নকর্তা:হ্যা হ্যা

উত্তরদাতা:তাহলে যে রোগীরা ঠিকমত ওষুধটা সম্পর্কে বুঝবে ।দোকানদাররাও বুঝবে ।ঠিকমত সে ব্যবহার করবে ।এখন এমন কিছু ওষুধ লিখে যেটা কাস্টমারে ঠিকমত বুঝে না।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা ।মানে

উত্তরদাতা:এমন কিছু ডাক্তার আছে

প্রশ্নকর্তা:ডাক্তারের লেখা বুঝা যায় না।

উত্তরদাতা: লেখা বুঝা যায় না একনাম্বারে। দুই নাম্বারে হইসে যে ,যে এতদিন বলসে ঠিক আছে দুইদিন খাওয়ায় সি আর দরকার নাই ।এতকিছু ।হ্যা ।এত কিছু খাওয়াবনা ।তারা যদি কম্পিউটারে ঠিকমত ওইভাবে লিইখে দেই তখন এতগুলা ওষুধ ডাক্তাররাও লেখবেনা।

প্রশ্নকর্তা:হু হু হু।

উত্তরদাতা:ডাক্তাররা ইয়া করবে না ।ডাক্তাররা ওইভাবে তহন ঠিকমত পাচদিন ওইভাবে সঠিকভাবে নিয়মকানুন গুলা লিইখে দিবে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা ।তো এখন কি নিয়মকানুন গুলা সঠিকভাবে তেমন লিখা হয় না?

উত্তরদাতা:ওইতো এখনো লিখে ,লিখে ওই যে পেচাই গেচাই লিখে দিচ্ছে ।কারনটা ওরা তহন ওই যে কর্মচারি কে নিয়ে দিচ্ছে ।কর্মচারি ওইভাবে পড়তেসেনা ।ঠিক আছে দুইদিন খাওয়ায়লাম স্যার ।ভাল হইয়া গেসে গরু আর দরকার নাই আর আইনেন না।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা । ইয়া তার মানে হচ্ছে লেখা বুঝতে পারতেসেনা আর কি ।এটা এজন্য প্রেসক্রিপসনটাও কার্যকর হচ্ছে না ।

উত্তরদাতা:ওইরকম হচেছ্না।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।আপনার কি মনে হয়এই যে ড্রাগ কোম্পানি গুলা যেগুলা আছে যেগুলো ভেটোর ড্রাগ ,এনিমেলের ড্রাগ প্রড্িউস করতেসে।এরা কি কখনো প্রভঅবিত করতে পারে এন্টিবায়টিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে ?

উত্তরদাতা:না।এগুলো তারা করে না।

প্রশ্নকর্তা:এগুলো তারা করে না?

উত্তরদাতা:এগুলো তারা ইয়া করে না।

প্রশ্নকর্তা:কোন প্রত্যেক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে করতে পারে কিনা?

উত্তরদাতা:না করে না এরকম আমরা দেখি না।

প্রশ্নকর্তা:এরকম দেখেন না। আচ্ছা তো এই যে এন্টিবায়টিক নেয়ার জন্য রোগীরা আর কি মানেখামারিরা কোথায় যেতে বেশী পছন্দ করে?সরকারি প্রতিষ্ঠানে না বেসরকারি  এই হসপি ,ডাক্তারের ধরেন ,ড্রাগ শপে ,ফামের্সীতে চলে আসে?

উত্তরদাতা:তারা ফামেসীতে আসে বেশীরভাগ ।

প্রশ্নকর্তা:বেশীরভাগ ফামের্সীতে ?

উত্তরদাতা:ফামের্সীতে আসে।

প্রশ্নকর্তা:কেন?সরকারি ইয়াতে পাওয়া যায় না?

উত্তরদাতা:না।সরকারি ইয়াতে পাওয়া যায় না।

প্রশ্নকর্তা:সরকারি ইয়াতে।এন্টিবায়টিক?

উত্তরদাতা:এন্টিবায়টিক রাখে না।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতা:সরকারি ওইরকম কোন আপনার রাখার মত কোন ইয়া ও নাই।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতা:সিস্টেমে ও নাই রাখার ।

প্রশ্নকর্তা:এন্টিবায়টিকের এই যে মেয়াদউত্তীর্ন টার ইয়া আছে।হ্যা।যেগুলা মেয়াদউর্ত্তীন হয়ে গেসে এরকম ওষুধ বা আপনার দোকানে আর কি।বা নরমাল ওষুধগুলো আপনি কিভাবে ডিসপোস করেন?ফেলে দেন এগুলা কিভাবে?

উত্তরদাতা:না না আমরা ডিসপোস না।আমাদের দেহা যায় আমরা যহন একটা মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার দুইমাস আগে আমরা কোম্পানিকে রিটান করে দিই। আমাদের কোম্পানিতে এটা নিয়ম আছে।কোম্পানি ও বইলে দেয়।এটা মেয়াদ যাওয়ার আগে দিয়া দিয়েন।আর না হলে তো আমরা লসে।আমি ফালাই দিলে আমার লস না।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা তখন যে।

উত্তরদাতা:দেখেন একটা জিনিস আপনার থেকে রাখলাম ।এখন আপনার এডা মেয়াদ আছে এক বছর।আমি দেহা যায় এক বছরে বিক্রি করতে পারলাম না।তাইলে আমি ফালাই দিলাম নদীতে সেটা আমার লস।যার জন্যে কোম্পানিতে ওষুধ নেয়ার সময় আমাদের কন্টাক্ট থাকে। তহন ওরাই বলে দেয় যে এটা দুইমাস আগে আমাদেরকে দিয়া দিবেন।রির্টান কইরা দিবেন।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।তখন কি ওরা টাকা ফেরত দেয় আপনাকে?

উত্তরদাতা:না না ।তখন তারা এটা একচেঞ্জ কইরা দেয় আমাদেরকে।

প্রশ্নকর্তা:ওহ ।একচেঞ্জ করে দেয় ।

উত্তরদাতা:একচেঞ্জ কইরা দেয়।

প্রশ্নকর্তা:তাহলে কি ।ওরা এইগুলো কি করে নিয়ে গিয়ে ?

উত্তরদাতা:তারা নাকি ওটা ডিসটিউস করে দেয় ।তারা নিজেরা এটাকে ইয়া কইরা দেয় ।তারা বলে আর কি আমরা এটাকে নস্ট করে দিই ।একসাথে তারা ওগুলোকে ইয়া করে দেয়।

প্রশ্নকর্তা:তো আপনার এখানে ধরেন ঠিক আছে এক্সপায়ার ডেটের ইয়া থাকে না। কিন্তু ডেমেজ কোন মেডিসিন থাকে কিনা?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নকর্তা:মানে নস্ট হয়ে গেসে কোন কারনে আসতে গিয়ে রাখতে গিয়ে।

উত্তরদাতা:না না রাখতে গেলে ওটা হইলে ওটা তাদেরকে ওই যে যেমন একটা সাপোশ এই যেমন এইডা

প্রশ্নকর্তা:হ্যা হ্যা।

উত্তরদাতা:ঠিক আছে?

প্রশ্নকর্তা:হ্যা।

উত্তরদাতা:এডা হয়তো নস্ট হইলো ।এটার মধ্যে এটা খোলা হয় নাই।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা হ্যা হ্যা।

উত্তরদাতা:এটা কোন কারনে ছিদ্র হইসে পাঠসে তারাই নিয়ে যাচ্ছে।তারপর চেঞ্জ করে দিয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ওই ইয়াগুলোই ওরা নিয়ে যায়?

উত্তরদাতা:নিয়ে যাচ্ছে। আরেকটা চেঞ্জ করে দিল। আমারতো লস ।

প্রশ্নকর্তা:তাইলে আপনার কোন এরকম মেডিসিনের ,ফেলা মেডিসিন ,নস্ট মেডিসিন এগুলো কোথাও ডিসপোস করার কোন ইয়া?

উত্তরদাতা:না না।

প্রশ্নকর্তা:দরকার পড়ে না

উত্তরদাতা:পড়ে না।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।তাইলে আমি আরেকটা জানতে চাইব আপনার কাছ থেকে যে আপনার নেটওয়াকিংর্ট জানতে চাইব ।কিভাবে ওষুধগুলা পাচ্ছেন?এইযে দোকানে যে ওষুধগুলা আছে,ওগুলা কিভাবে?

উত্তরদাতা:ওই যে আমরা কোম্পানি বিভিন্ন কোম্পানির লোকজন আসে।ওদেরকে আমরা অর্ডার দিয়া দিই ।যে এই ওষুধটা ।তারা অর্ডার নিয় যাচ্ছে।তারা আবার তাদের গাড়ি দিয়ে পৌছায় দিচ্ছে।ওই যে দেখসেন এক কোম্পানি টাকা নিয়ে গেলো ।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা হ্যা আমি দেখলাম তো।আচ্ছা ওইভাবে।

উত্তরদাতা:তারা ওষুধ দিয়ে যাচ্ছে ।টাকা নিয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্নকর্তা:আপনি নিজে কখনো গেসেন?

উত্তরদাতা:না না।

প্রশ্নকর্তা:নিজে কখনো নিতে যান নাই।এগুলো কোথায় আপনি বিক্রি করতেসেন?কার কাছে বিক্রি করতেসেন?

উত্তরদাতা:ওই যে আমাদের আশেপাশে যারা খামারি আছে ।তারা ওই যে আসতেসে।

প্রশ্নকর্তা:শুধু কি খামারি না কিরকম?রোগী?

উত্তরদাতা:ওই তো খামারিই আসতেসে আর কি।

প্রশ্নকর্তা:খামারি?

উত্তরদাতা:হ। ডাক্তারি প্রেসক্রিপসন নিয়ে আসতেসে।ডাক্তার দিতেসে।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা হ্যা ।

উত্তরদাতা:ওই যে যেমন ক্যান্টনমেন্টে অনেকগুলা ডেইরি ফার্ম আছে ।অনেক ইয়া আছে।ওরাও আসতেসে।মাছের খামার আসে তারাও ওষুধ নিতে আসতেসে।

প্রশ্নকর্তা:আর এরকম কি কখনো হইসেএখানে আপনার ,আমি এতক্ষনে দেখলাম প্রায় সবি হচ্ছে পুরুষ ইয়া আর কি,খামারি আসছে।মহিলা কেউ নিতে আসে কিনা?

উত্তরদাতা:হ। আসে আসে মহিলা।

প্রশ্নকর্তা:মহিলাও আসে?

উত্তরদাতা:মহিলারা আসে।এখন মহিলারা অনেক ইয়া হয়ে গেসে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা ।

উত্তরদাতা:অনেক আপডেট হয়সে।হ।

প্রশ্নকর্তা:তার মানে

উত্তরদাতা:অনেক মহিলা পালতেসে ।তাও অনেকের স্বামী নাই।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা হ্যা ।

উত্তরদাতা:বলতেসে আমার স্বামী মারা গেসে বা অনেকের স্বামী বিদেশ আছে সেই অবসর।তার দুইটা মেয়ে আছে বা ছেলে আছে।সেই নিজে পালতেসে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতা:ছেলেমেয়ে লেখাপড়া করতেসে। তারা পালতেসে।জাগা আছে বাড়িতে।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা হ্যা হ্যা।

উত্তরদাতা:এখনতো গরু পালাতো সহজ হয়ে গেসে।দুই তিনটা গরু ।এগুলা একটা গরু পনের কেজি বিশ কেজি দুধ দেয়।

প্রশ্নকর্তা:তার মানে

উত্তরদাতা:এটা বিক্রি করতে ,দুধটা বিক্রি করে একটা সংসার চলতেসে ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা ।তাহলে আমি এখানে হচ্ছে আরেকটু জানব আপনার ইয়াগুলো ,দোকানের মধ্যে কি কি ধরনের এন্টিবায়টিক আসে আর কি? আপনার ভেটের জন্য বা পোল্ট্রির জন্য ওই গুলা আমি একটু লিখে নিব আর কি।

---

উত্তরদাতা:আচ্ছা লেখেন আমি যাই নামাজ পড়তে।

প্রশ্নকর্তা:ওহ না। আপনার থেকে কি একটুখানি যদি সময় হয় ।আপনার দোকানে কি কি এন্টিবায়টিক আছে আর কি ,এন্টিবায়টিকের নামগুলা আমি লিখতে চাচ্ছি আর কি।

উত্তরদাতা:আচ্ছা আচ্ছা এনডোফ্রক্সাসিন লিখেন।

প্রশ্নকর্তা:এনডোফ্রক্সাসিন?

উত্তরদাতা:হু

প্রশ্নকর্তা:ফ্রক্সাসিন ।আচ্ছা ।এনডোফ্রক্সাসিন এটা ।এটা এনডোফ্রক্সাসিন গ্রুপের না?

উত্তরদাতা:জ্বী জ্বী।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ঠিক আছে ।আর? এটা কোন জেনারেশন? মানে ওষুধের গ্রুপের মধ্যে ফার্স্ট ,সেকেন্ড ,থার্ড,ফোর্থ কোন জেনারেশন হবে এইটা?

উত্তরদাতা:এত জেনারেশন তো আমরা বাইর করি না ।এটাতো আমরা কোম্পানি ইয়ারা বুঝবে।

প্রশ্নকর্তা:ওহ হ্যা হ্যা।

উত্তরদাতা:এত জেনারেশন তো তার এখানে লেখা নাই।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ঠিক আছে ।আমি জানতে চাইব যে এটা হয় আর কি ।আপনার জানা থাকে ওইটা বলবেন ।তারপরে আর কি আছে?

উত্তরদাতা:এগুলাতো এত জেনারেশন ।এগুলাতো দেখি লেখা থাকে কিনা,কোম্পানিদের ইয়াতে।

প্রশ্নকর্তা:এমোক্সাসিলিন না?

উত্তরদাতা:জ্বি জ্বি।

প্রশ্নকর্তা:এমোক্সাসিলিন ।এমোক্সাসিলিন ।এই এমোক্সাসিলিন কোন জেনারেশন হবে।

উত্তরদাতা:কোন জেনারেশন যে হবে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।যদি ইয়ে না হয় ।আপনার জানা না থাকে সেটা সমস্যা নাই ।আর কোনটা হবে?

উত্তরদাতা:জেনারেশন সম্পর্কে আমরা এত ইয়া করি না।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা ।হ্যা বুঝসি।

উত্তরদাতা:আরেকটা লেখেন আপনার যেমন টাই লোসিন ।

প্রশ্নকর্তা:সরি?

উত্তরদাতা:টাইলোসিন।

প্রশ্নকর্তা:টাই লোসিন?

উত্তরদাতা:টি,ওয়াই,এল ,ও।

প্রশ্নকর্তা:টি?

উত্তরদাতা:টাইলোসিন এই যে।

প্রশ্নকর্তা:সরি ,টি ওয়াই?

উত্তরদাতা:এল ,ও।

প্রশ্নকর্তা:টাইলোসিন হ্যা?

উত্তরদাতা:এই যে টাইলোসিন।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা টাইলোসিন।

উত্তরদাতা:তারপর আরেকটা লেখেন ডক্সিসাইক্লিন।

প্রশ্নকর্তা:ডক্সিসাইক্লিন না? ডক্সি সাইক্লিন।সিপ্রোফক্সাসিন ?সিপ্রো ফক্সাসিন।

উত্তরদাতা:তারপর লেখেন ইরিথ্রোমাইসিন।

প্রশ্নকর্তা:ইরিথ্রো

উত্তরদাতা:মাইসিন।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা।

উত্তরদাতা:হ।তারপরে আরেকটা আছে সালফাডাইজিন।

প্রশ্নকর্তা:সালফা ডাইজিন।সাত নাম্বার হচ্ছে সালফাডাইজিন না?সালফা

উত্তরদাতা:সালফাডাইজিন ইংলিশে

প্রশ্নকর্তা:হ্যা হ্যা

উত্তরদাতা:এল এ জেড আই এন ই

প্রশ্নকর্তা:এস ইউ এল টি এইচ এ ডি আই এ জেড আই এন ই ।হ্যা।

উত্তরদাতা:সালফাডাইজিন।

প্রশ্নকর্তা:সালফাডাইজিন?আর আছে?

উত্তরদাতা:সালফাডাইজিন ।এনটাইমিথিপ্রিম লিখে ফেলেন।দুইটা গ্রুপের এটা তো ।

প্রশ্নকর্তা:ওহ দুইটা একসাথে এটাতে না?

উত্তরদাতা:একসাথে হ হ।এন

প্রশ্নকর্তা:এন

উত্তরদাতা:ট্রাইমিথিপ্রিম।টি আর আই এম্ ই।

প্রশ্নকর্তা:টি আর আই এম্ ই টি এইচ ও পি আর আই এম হ্যা।

উত্তরদাতা:তারপরে আরেকটা আছে যেমন ইডা থিলকোমাইসিন এডা ।এই গ্রুপটা একটা ।

প্রশ্নকর্তা:এটা হচ্ছে থিল মাই কো সিন ।টি আ্ই,এল টি মাই এম আই সি ও এস এ এন,থিলমাইসিন ।

উত্তরদাতা:তারপর এই একটা দিতে পারেন ।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা নাইন ।এটা কি কোনটা কোনটা?

উত্তরদাতা:টলট্রাজল ।

প্রশ্নকর্তা:টলটাজল?

উত্তরদাতা:হ

প্রশ্নকর্তা:টলট্রাজল ।

উত্তরদাতা:সিপ্রেফিক্সাসিন তো লেখসেন না ।কোলিস্টিন ।

প্রশ্নকর্তা: ।কোলিস্টিন? ও ।হ্ ।

উত্তরদাতা:সি ও , এল,আই,

প্রশ্নকর্তা:কলিস এল ,আই কলিস টিন ।হ্যা ।

উত্তরদাতা:এই মোটামোটি এগুলাই ।এগুলাই ।

প্রশ্নকর্তা:এগুলাই না?

উত্তরদাতা:এগুলাই হ ।

প্রশ্নকর্তা:তা আর আপনি হচ্ছে জেনারেশন টা ইয়ে করতে পারলেন না না?অসুবিধা নাই ।এখন আমি জানতে চাইব আপনি যখন নিজের দ্বায়িত্বে দিচ্ছেন আরকি রোগীদেরকে ।যে কয়টা দিচ্ছেন কি কোন ওষুধটা এক নাম্বারে আপনার সচরাচর দিয়ে থাকেন?

উত্তরদাতা:আমরা এনডোক্লক্সসিন ,এমোক্সাসিলিন ।

প্রশ্নকর্তা:এনডোক্লক্সাসিন না?এক নাম্বারে ।

উত্তরদাতা:হ ।

প্রশ্নকর্তা:এনডো ক্লক্সাসিন । ।

উত্তরদাতা:প্লাস এমোক্সাসিলিন ।এটার সাথে ।

প্রশ্নকর্তা:প্লাস এমোক্সাসিলিন ।এই দুইটা একসাথে দেন না?

উত্তরদাতা:হ হ ।

প্রশ্নকর্তা: এমোক্সাসিলিন ।এটা হচ্ছে কোন কোন ডিসিজের জন্যে দেন?

উত্তরদাতা:কি?

প্রশ্নকর্তা:কোন ডিসিজের জন্যে ? কোন ট্রিটমেন্ট?

উত্তরদাতা:হয়ত দেখা যায় ওই যে ঠান্ডায় মানে মাইক্লোজমা ।

প্রশ্নকর্তা:মাইক্লোজমা?

উত্তরদাতা:ঠান্ডাকে মাইক্লোজমা বলে আর কি।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা ।

উত্তরদাতা:ঠান্ডার জন্যে দিই ।আবার আপনার ডায়রিয়া ।ঠান্ডা এবং ডায়রিয়া দুইটা হয় একসাথে ,পাতলা পায়খানা যেটাকে বলে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা ।হ্যা হ্যা।

উত্তরদাতা:এই দুইটার জন্য এটা ।এই দুইটা একসাথে দেয়।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।এই দুইটার জন্য এটা দেন। এটা কোন রোগীর দেন মানে গরু হাস মুরগী?

উত্তরদাতা:না,মুরগী।

প্রশ্নকর্তা:মুরগী ?

উত্তরদাতা:মুরগী ,হাস,কবুতর এগুলার জন্য।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। হ্যা ।আর কোনটা দেন দুই নাম্বারে?

উত্তরদাতা:ওইতো এটাই সচরাচর বেশীরভাগ দেই।

প্রশ্নকর্তা:বেশীরভাগ এটা দেন?এগুলো ছাড়া মানে এখানে যেহেতু আপনার দোকানে প্রায় দশটার মতন আছে।দশটা থেকে আর কোনটা দেন কিনা?

উত্তরদাতা:ওইতো আবার আপনার পাতলা পায়খানা যদি বেশী হয় তাইলে আমরা হয়তো কলিস্টিন ।

প্রশ্নকর্তা:কলিস্টিন দেন?

উত্তরদাতা:হ হ হ।কলিস্টিন দেয় ।এই যে এখানে আছে দেহেন।

প্রশ্নকর্তা:কলিস্টিন কলিস্টিন। এইটা কিসের জন্য দেন বললেন ?

উত্তরদাতা:এইটা যদি ওইযে বলে অনেকে আইসা যে আমার মুরগির পাতলা পায়খানা বেশী হইতাসে

প্রশ্নকর্তা:হ্যা

উত্তরদাতা:পাতলা পায়খানা হচ্ছে।

প্রশ্নকর্তা:সিভিয়ার?

উত্তরদাতা:হ হ। হ্াকলিস্টিন ।আমরা বলি তখন কলিস্টিন আর এটার সাথে ইয়াটা দিয়ে দিচ্ছি ।পাতলা পায়খান হইলে ওরা যে আপনার কলিস্টিন টা ইউস করে আর এই যে এটা আপনার ট্াইরিসিনটা।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা ।এটার সাথে ইয়া ।

উত্তরদাতা:ঠান্ডা হয়ত অনেক সময় পাতলা পায়খানা এটা ইউস করা হয়।

প্রশ্নকর্তা:হয়সে ।যখন বেশী ইয়া হয় আর কি।

উত্তরদাতা:হ হ।

প্রশ্নকর্তা:এটাও পোল্ট্রির জন্য না?

উত্তরদাতা:হ।

প্রশ্নকর্তা:আর ইয়া গরু বা ইয়ার জন্যে কি এন্টিবায়টিক দেন কি না?বা এগুলো ছাড়াও আরো হাস মুরগি বা পোল্ট্রির জন্য কিছু দেন কিনা?

উত্তরদাতা:এইতো এগুলোই বেশীরভাগ চলে এখানে। এত ওষুধ আর লাগে না।

প্রশ্নকর্তা:এই যে ডক্সিসাইক্লিন দেন না?

উত্তরদাতা:ওই তো ডক্সিসাইক্লিন দেয় আবার টাইরোসিন ।এইটা আর এইটা দুইটা আবার একসাথে দিই ।অনেক সময়।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।তার মানে ডক্সিসাইক্লিনও দেন?

উত্তরদাতা:ডক্সিসাইক্লিন আর টেরোসিন।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা ডক্সিসাইক্লিন ?

উত্তরদাতা:প্লাস টাইলোসিন ও দেয়া হয় অনেক সময়।

প্রশ্নকর্তা:প্লাস টাইলোসিন।

উত্তরদাতা:হ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা।এটা কিজন্য দেন?

উত্তরদাতা:ওইটা ডক্সিসাইক্লিন, টাইলোসিন।এটা ওই যে ঠান্ডার জন্যই।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:ঠান্ডা বেশী ঠান্ডা হইলেই ।অনেকসময় আরো বেশী ঠান্ডা হইলে ইরিথ্রোমাইসিন চলে যান গা ইরিথ্রোমাইসিন।বেশী ঠান্ডা হইলেইরিথ্রোমাইসিন দেওয়া লাগে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:যদি ঠান্ডা কমতেসনা।

প্রশ্নকর্তা:হুহু হু।

উত্তরদাতা:গরগর করতেসে বা নাকে দিয়া পানি পড়তেসে।তখন ইরিথ্রোমাইসিন দিয়া চলে।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা। আর কিছু এগুলা ছাড়া?এইযে এখানে আরো আছে

উত্তরদাতা:ওগুলো রোগ ।এটাই বেশীরভাগ হয়।

প্রশ্নকর্তা:তো এগুলা আপনি ইয়া রোগীদেরকে দেন না?

উত্তরদাতা:ওইগুলো তাহলে ওই যে প্রেসক্রিপসন আসলে অনেকসময়

প্রশ্নকর্তা:প্রেসক্রিপসন আসলে তখন দেন।

উত্তরদাতা:হু হু হু।

প্রশ্নকর্তা:এই কয়টায় না? আর এগুলো কি সবি পোল্ট্রির জন্য বললেন তো। না ।কোন ইয়ার জন্য তো দিলেন না?

উত্তরদাতা:কোনডি?

প্রশ্নকর্তা:গরু বা ইয়ার জন্য বিগ এনিমেল যেগুলো আছে ?

উত্তরদাতা:হ ।গরুর জন্যও দেয়া হয় ।গরুগুলা হয়ত এই ।

প্রশ্নকর্তা:গরুর জন্য কোনটা?

উত্তরদাতা:গরুরতো এমোক্সাসিলিন দেয়া হয় ।ইনজেকসন ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা ।

উত্তরদাতা:যেটা ইনজেকসন জাতীয় ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।

উত্তরদাতা:ইনজেকসন আছে ।

প্রশ্নকর্তা:তার মানে গরুর জন্য ও দেন ।না?পোল্ট্রি এন্ড

উত্তরদাতা:এন্ড ডেইরি

প্রশ্নকর্তা:হ্যা ।

উত্তরদাতা:হ ।এটা এমোক্সালিন টা দেয়া হয় ।আর কি গরুর জন্য ।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা হ্যা হ্যা ।আর কিছু এর মধ্যে?

উত্তরদাতা:সিপ্রোসিনটা দেয়া হয় গরুর জন্য

প্রশ্নকর্তা:সিপ্রোসিন?

উত্তরদাতা:হ

প্রশ্নকর্তা:সিপ্রোসিন?

উত্তরদাতা:পোল্ট্রি ডেইরি দুনোটার জন্য এটা দেয়া হয় ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।এটা কোন রোগের জন্য দেন?

উত্তরদাতা:এটা দেহা যায় এটাও আপনার অনেকসময় একসাথে পাতলা পায়খানা ,অনেক সময় ইয়া বন্ধ হইতেসেনা ।বুঝেন নি ।পাতলা পায়খানা বন্ধ হয় না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।। আচ্ছা ।

উত্তরদাতা:জ্বর বন্ধ হয় না ।

প্রশ্নকর্তা:ফিভার

উত্তরদাতা:অনেকসময় ওই যে ঠান্ডা বেশী ।

প্রশ্নকর্তা:হুম ।

উত্তরদাতা:তখন এটা সিপ্রোসিনটা ইউস করলে দেহা যায় অনেক সময় হয়ে যায়গা।

প্রশ্নকর্তা:এটা হচ্ছে পোল্ট্রি এবং হচ্ছে আপনার ডেইরি ইয়ে না?

উত্তরদাতা:হ।এটাই।

প্রশ্নকর্তা:সিপ্রোসিন তো এখানে লেখি নাই।এটা কোন গ্রুপের?

উত্তরদাতা:এই যে এই যে। সিপ্রোফ্লক্সাসিন লিখসেন তো।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।হ্যা সিপ্রোফ্লক্সাসিন লিখসি।

উত্তরদাতা:এডাই সিপ্রোসিন।

প্রশ্নকর্তা:সিপ্রোসিন।আর কি।আচ্ছা ঠিক আছে বুঝসি।আচ্ছা তাইলে ভাইয়ের কাছ থেকে এগুলা ছাড়া আর আছে?

উত্তরদাতা:না।

---

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম আপনার কাছ থেকে যে এই পেশায়তো আপনি আছেন হচ্ছে প্রায় উনত্রিশ বছর ।এটা জেনে নিসি আপনার কাছ থেকে আগেই।আপনি কি কোন এন্টিবায়টিক বিক্রি করার জন্য আর কি কোন পরীক্ষা দিসিলেন?একাডেমিক কোন পরীক্ষা?

উত্তরদাতা:না একাডেমিক তো এরকম কোন পরীক্ষা নাই।

প্রশ্নকর্তা:সার্টিফিকেট পরীক্ষা আর কি বা

উত্তরদাতা:সার্টিফিকেট ওই যে আমরা ইয়ার জন্য আমরা ড্রাগ লাইসেন্স এর জন্য যেটা ওই যে তিনমাস।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতা:তিনমাস যেটা কোর্স করা লাগে।

প্রশ্নকর্তা:হু হু ।

উত্তরদাতা:আপনার ড্রাগ লাইসেন্সের জন্য ওটা আমরা করসি।আরকি।কোর্সটা করসি।ফার্মেসিস্ট কোর্স যেটা বলে।

প্রশ্নকর্তা:ফার্মেসিস্ট র্কোস করসেন ।ওইটা ।কয়মাসের ছিল?

উত্তরদাতা:তিনমাসের ।

প্রশ্নকর্তা:তিনমাসের ছিল আচ্ছা ।আর এরকমঅন্য কোন প্রশিক্ষন নিসেন এটা ছাড়া?

উত্তরদাতা:না না ।

প্রশ্নকর্তা:অন্য কোন প্রশিক্ষন নেই না।আর পড়াশোনা কতটুকু করসেন?

উত্তরদাতা:আমি পড়াশোনা ।গ্র্যাজুয়েশন করসিলাম ।

প্রশ্নকর্তা:গ্র্যাজুয়েশন?

উত্তরদাতা:হ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।কোন সাবজেক্টের গ্র্যাজুয়েশন?

উত্তরদাতা:না না ।আপনার সাবজেক্ট তো ওই যে আপনার কাজী নজরুল ,ডিগ্রী ।বি এস সি যেটাকে বলে।

প্রশ্নকর্তা:ওহ আচ্ছা হ্যা হ্যা ।আপনি তো সেই আটাশি সাল থেকে করতেসেন ।ঠিক আছে বুঝসি ।আর আপনার দোকানের তো লাইসেন্স আছে দেখায় যাচ্ছে ।আরকি।

উত্তরদাতা:ট্রেড লাইসেন্স আছে,ড্রাগ লাইসেন্স আছে।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা হ্যা ।ওহ! এখানে অনেকগুলা লাইসেন্স মনে হয় ঝুলায় রাখসেন আপনি ?

উত্তরদাতা:না এটার নিয়মই হচ্ছে ঝুলায় রাখা।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতা::ট্রেড লাইসেন্স আছে।ঐটা হচ্ছে ড্রাগ লাইসেন্স ।আর ড্রাগ লাইসেন্সটাও আপনার নিজের যাদের ট্রেনিং নেয় তাদেরকে ।নামেদিবে না।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতা:ওই যে ট্রেনিং যারা তিনমাসের ট্রেনিং করসে তাদেরই ড্রাগ লাইসেন্স ।ড্রাগ অফিস থেকে নিতে হইলে আপনাকে ড্রাগ লাইসেন্স এর ইয়া করতে হবে ।আপনাকে ট্রেনিং করতে হবে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা ।এটা হচ্ছে আপনার ড্রাগ লাইসেন্স না?

উত্তরদাতা:হ। ড্রাগ লাইসেন্স।

প্রশ্নকর্তা:আর এটা হচ্ছে ট্রেড লাইসেন্স।

উত্তরদাতা:ট্রেড লাইসেন্স ।ব্যবসার ট্রেড লাইসেন্স।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা হ্যা হ্যা ব্যবসা করেন।

উত্তরদাতা:ওইটা হইসে ড্রাগ লাইসেন্স।

প্রশ্নকর্তা:আরওইগুলো মনে হয়

উত্তরদাতা:ওইটা হচ্ছে টুইন সার্টিফিকেট।

প্রশ্নকর্তা:কিসের?

উত্তরদাতা:কর কর।

প্রশ্নকর্তা:কর ।ওহ আচ্ছা ।কর কর ।হা হা ।আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতা:ইয়ারলি করদাতা হিসেবেও আমি

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা ।হ্যা হ্যা ।আর আপনার দোকান কখন খোলেন কখন বন্ধ করেন এটা একটু জানতে চাচ্ছি?

উত্তরদাতা:আমার দোকান ওই সাধারনত সাড়ে আটটায় খোলা হয় সকালে ।আর রাতে সাড়ে নয়টায় বন্ধ।

প্রশ্নকর্তা:মানে এই পুরা টাইম খোলা থাকে?

উত্তরদাতা:খোলা থাকে।

প্রশ্নকর্তা :আচ্ছা আচ্ছা।ঠিক আছে তাহলে । অনেক ধন্যবাদ।

----------oooooooooooooooo----------